POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (আগমণ) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।

(আল বাকারা: ১৮৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 21

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 26 মে, 2022 24শওয়াল 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত সাআদ বিন রাবি(রা.)-এর আত্মত্যাগের স্পৃহা।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বলেন: আমি যখন মদিনা আসি, তখন আঁ হযরত (সা.) আমার এবং সাআদ বিন রাবিয়ার মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। সাআদ বললেন-আমি আনসারদের মধ্যে বেশি ধনবান। তাই আমি আমার সম্পদের অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আর আমার এই দুই স্ত্রীর মধ্যে যেটি আপনার পছন্দ আমি আপনার জন্য তাকে ত্যাগ করব। তার ইদ্দত পূর্ণ হলে আপনি তার সঙ্গে নিকাহ করে নিন।' বর্ণনাকারী বলেন: একথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ বলেন; আমার এর প্রয়োজন নেই। এখানে কি কোনও বাজার আছে যেখানে বেচাকেনা হয়? তিনি উত্তর দিলেন কায়েনকার বাজার রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন- হযরত আব্দুর রহমান একথা জানার পর সকাল সকাল সেখানে পৌঁছে যান এবং পনীর এবং ঘি নিয়ে আসেন। বর্ণনাকারী বলেন: এভাবেই তিনি প্রতিদিন সকালে বাজারে যেতেন। কিছু দিন এভাবে কাটার পর একদিন তিনি ফিরে এলেন আর তাঁর গায়ে যাফরানের দাগ ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: আপনি কি বিয়ে করে নিয়েছেন? তিনি বললেন: আজ্ঞে, হ্যাঁ। তিনি (সা.) প্রশ্ন করলেন; কার সঙ্গে? উত্তর দিলেন: আনসারের এক স্ত্রীর সঙ্গে। প্রশ্ন করলেন: কত মোহর দিয়েছ? নিবেদন করলেন: একটি বীজ পরিমাণ সোনা কিম্বা একটি সোনার আংটি। নবী (সা.) তাঁকে বললেন- ওলীমার আয়োজন কর, একটি ছাগল দিয়ে হলেও।

(সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুয়ু)

সেই ব্যক্তি নির্বোধ যে নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা অথবা নিজের ধন সম্পদ নিয়ে গর্ব করে। কেননা এই সব কিছুই তো আল্লাহ্ তা'লার দান। এসব কিছু সে কোথা থেকে এনেছে?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

নির্বোধ ও বিদ্বেষী বিরুদ্ধবাদীরা এই জ্ঞানের বিষয়ে কখনও ভেবে দেখেনি, বরং তারা রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর মোজেজার উপর আপত্তি করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, চোখবন্ধকরে সেই সব আপত্তিকারীরা একথা জানল না যে, আমাদের নবী করীম (সা.) এর পক্ষ থেকে যে পরিমাণ মোজেজা প্রকাশিত হয়েছে, পৃথিবী সমস্ত নবীর সর্বমোট মোজেজার সঙ্গে যদি সেগুলির তুলনা করা হয়, আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর মোজেজা সেগুলির থেকে শ্রেষ্ঠতর প্রমাণিত হবে। যদিও কুরআন শরীফে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এবং এর পরের ভবিষ্যদ্বাণী এতে বিদ্যমান। তথাপি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সব থেকে বড় প্রমাণ হল প্রত্যেক যুগে সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর জীবিত প্রমাণ উপস্থাপনকারী বিদ্যমান। তাই আল্লাহ তা'লা আমাকে এই যুগে নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের এক মহান নিদর্শন আমাকে দান করা হয়েছে যাতে আমি সত্য সম্পর্কে উদাসীন এবং মারেফাত থেকে বঞ্চিতদেরকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিতে পারি যে, আমাদের নবী (সা.)-এর মোজেজার ধারা কিরূপ স্থায়ী এবং নিরন্তর।

বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট ইহুদী কিম্বা হযরত মসীহ (আ.)কে খোদা ওয়ান্দ নামে সম্বোধনকারী খৃষ্টানদের মধ্যে কেউ আছে যে এই সকল নিদর্শনের বিষয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে? আমি ঘোষণা দিয়ে বলছি, এমন কেউ নেই, একজনও নেই। এটি হল আমাদের নবী (সা.)-এর মোজেজা প্রদর্শনের প্রমাণ যা ঐশী শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কেননা একথা সর্বজন স্বীকৃত যে নবীর অনুসারীদের হাতে প্রদর্শিত মোজেজাই অনুসৃত নবীর মোজেজা হিসেবে গণ্য হয়। অতএব যে সকল মোজেজা তথা নিদর্শন আমাকে দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের যে মহা নিদর্শন আমাকে দেওয়া হয়েছে, বস্তুত তা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিদর্শন। আর অন্য কোনও নবীর অনুসারীদেরকে আজ এই সম্মান দান করা হয় নি যে তারা এভাবে আহ্বান করে দেখিয়ে দিতে পারে যে তারা নিজেদের মধ্যে তাদের অনুসৃত নবীর পবিত্রকরণ শক্তির কারণে নিদর্শন দেখাতে পারে। এই সম্মান কেবল ইসলামের আর এর থেকে বোঝা যায় যে, কেবল রসুলুল্লাহ্ (সা.)-ই চিরঞ্জীব রসুল হওয়ার যোগ্য, যার পবিত্র সত্তা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে প্রত্যেক যুগে একজন ঐশী পুরুষ মানুষের কাছে খোদার রূপ উদঘাটন করে থাকে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৩)

চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। কতই না সূক্ষ্ম বিষয়। চারপেয়ে জন্তুরা অমামাদের খাদ্য হিসেবে কাজে আসে, তাদের থেকে দুধও নেওয়া যায়।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ
مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا
سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। কতই না সূক্ষ্ম বিষয়। চারপেয়ে জন্তুরা আমাদের খাদ্য হিসেবে কাজে আসে, তাদের থেকে দুধও নেওয়া যায়। তাদের মাংসও খাওয়া যায়। এছাড়াও এদেরকে বাহন হিসেবেও কাজে লাগানো যায়। আরবে প্রধানত উট এই কাজে আসত। কেননা সেখানে গরু কম। কিন্তু অন্যান্য দেশে গরুও বাহনের কাজ করে। আর থাকল ছাগল এবং ভেড়ার প্রসঙ্গটি। এরাও পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহনের কাজে আসে। বিশেষ করে যখন খাড়া পাহাড়ে মাল নিয়ে যাওয়া হয় তখন এদের উপর অল্প অল্প করে আসবাব পত্র চাপিয়ে মেষ পালনকারীরা এদের দিয়ে ভাড়াও খাটায়। আমি কাংড়ায় দেখেছি, লাহওয়াল-এর পার্বত্য অঞ্চল থেকে আসা মেষপালকরা ভেড়ার উপর নিজেদের মালপত্র চাপিয়ে এনেছে। শত শত ভেড়ার উপর দশ বা কুড়ি সের করে মাল চাপানো ছিল, যা এক আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা করছিল। অতএব সমস্ত চারপেয়ে জন্তুরা-ই মালবহনের কাজে আসে। তাই 'ইবরত' শব্দটি 'উবুর' ধাতু থেকে উদ্ভূত যার অর্থ সফর করাও অর্থও বটে। আর এখানে এই শব্দ ব্যবহার করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জন্তুদেরকে পরিবহেনর কাজে লাগাও আর তোমাদের মালপত্র এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যায়, কিন্তু তোমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অর্থাৎ নিজেদের বুদ্ধি চালনা করার সময় এদের সাহায্য নাও না। আর তাদের অবস্থা প্রণিধান করার মাধ্যমে এই আলোচ্য বিষয়ে অজ্ঞতার দেশ থেকে জ্ঞানের দেশের দিকে যাত্রা কর না। (ক্রমশ.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার ওয়াকফেনও স্কিমের ৫০ জন পুরুষ সদস্যদের সাথে ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।এক ঘণ্টার এ সভায় উপস্থিত সদস্যরা হুযূর (আই.) নিকট বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন-

প্রশ্ন: একটি সফল বৈবাহিক জীবন কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

উত্তর: সর্বদা মনে রাখুন যে, একজন স্বামী হিসেবে অবশ্যই আপনাকে বাড়িতে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকে, তাহলে আপনার সন্তানদের কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং এভাবেই আপনি পরবর্তী আহমদী প্রজন্মের ভবিষ্যত ধ্বংস করবেন। সুতরাং এর সর্বোত্তম উপায় হিসেবে একজন স্বামীকে অবশ্যই বাড়িতে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পাশাপাশি তার স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রতি ভদ্র ও সদয় আচরণ করা উচিত। যদি তিনি এমন আচরণ করেন তবে পরিবারে কোন সমস্যাই সৃষ্টি হবে না এবং তার ছেলে-মেয়ে আরও ভাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাওয়ার সাথে সাথে তাদের আচরণেরও উন্নতি সাধিত হবে।

প্রশ্ন: জলবায়ু পরিবর্তন এবং কীভাবে এর মোকাবেলা করা যায়?

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সমগ্র বিশ্বজুড়েই একটি সমস্যা; বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, যেখানে জনসংখ্যা আসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাড়ছে। শুধুমাত্র বর্ধিত জনসংখ্যার আবাসনের জন্য জাতিসমূহ নতুন নতুন আবাসিক এলাকা তৈরি করছে এবং এ কারণে বন-জঙ্গল কাটা পড়ছে ও বন উজাড় হওয়ার এই বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ। তাই আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে, যখনই একটি গাছ কাটা হবে, এর স্থলে দু'টি গাছ রোপণ করতে হবে।জ্বালানির ব্যবহারও কমানো উচিত। এখন মানুষ এতটাই অলস হয়ে পড়েছে যে, যদি তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে চায় এবং দূরত্ব যদি মাত্র ১০০ বা ২০০ গজও হয় সেক্ষেত্রেও তারা হাঁটার পরিবর্তে মোটরবাইক কিংবা গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। এভাবেই দূষণ বাড়ছে। দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে আরও অনেক নিয়ামক রয়েছে। তাই আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। তবে আমরা এ কথা বলতে পারি না, জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়ে আমাদের সন্তান জন্ম দেওয়া উচিত নয়।

হুযূর (আই.) আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলা এবং মানবজাতির ভবিষ্যতের স্বার্থেই মানুষের করণীয় সবকিছুই সম্পাদন করা উচিত।হুযূর (আই.) ইন্দোনেশিয়ার ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, যেখানে বলা হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এর রাজধানী জাকার্তা পানিতে নিমোজ্জিত হবে এবং আগামী দশকগুলোতে পানিতে) ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। হুযূর (আই.) বলেন, এটা এমন নয় যে, শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ার মানুষজনই জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হচ্ছেন আর কেবল তাদের জীবনধারা-ই এর জন্য দায়ী। বরং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ এবং ফলাফল, উভয় দিক থেকেই একটি বৈশ্বিক সমস্যা।

উত্তরের শেষে হুযূর (আই.) বলেন, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) এবং ওয়াকফে নও সদস্যদের বনাঞ্চলে এবং বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও সদস্যরা কী রাজনীতি কিংবা সরকারি চাকুরিতে (সিভিল সার্ভিসে) যোগদান করতে পারবে?

উত্তর: ওয়াকফে নও তাহরীকের (কর্মসূচির) সদস্যসহ আরও আহমদী মুসলমানের জন্য সরকারি চাকুরিতে যোগদান করা এবং সকল মানুষের জন্য আরও উৎকৃষ্টতর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উত্তম কাজ।

প্রশ্ন: জামা'তের ওয়াকফে জীন্দেগীগণ (ধর্মের সেবায় জীবন-উৎসর্গকারীগণ) কীভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গের চেতনা বজায় রাখতে পারেন?

উত্তর: একজন জীবন-উৎসর্গকারী হিসেবে সবসময় স্মরণ রাখবেন যে, আপনার সমস্ত কাজই একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং আপনার যাবতীয় কাজই আল্লাহ্ তা'লার নজরদারির আওতাভুক্ত। আর আমাদের কাজগুলি যদি আল্লাহ্ দেখেনই তবে সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের সকল কাজ সম্পাদন করা উচিত। তাই সবসময় মনে রাখবেন যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে আমাদের সব কাজ করতে হবে। সুতরাং যদি কেউ এই চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে কাজ করে, তবেই তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে সেবা করতে পারবেন। একই সাথে, আল্লাহ্‌র নিকট অবশ্যই এই দোয়া করতে হবে, যেন তিনি আপনাদেরকে সৎ ও আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেন।

প্রশ্ন: ইহজীবন ও পরকালের জন্য সফলতার সংজ্ঞা কী এবং উভয় জীবনে কীভাবে সফল হওয়া যায়?

উত্তর: এই জগতের ব্যাপারে, আপনি যাই করুন না কেন, যেখানেই কাজ করুন না কেন, সততা এবং আন্তরিকতার সাথে আপনার কাজ সম্পাদন করুন... সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন, আপনার সেটি সততার সাথে সম্পাদন করা না কেন, কিংবা আপনার ওপর যে দায়িত্বই অর্পিত হোক না কেন, আপনার সেটি সততার সাথে সম্পাদন করা উচিত। পরকালের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশিক্তমান আল্লাহ্ বলেন যে, এমন কিছু বাধ্যবাধকতা (দায়িত্বাবলী) অবশ্যই পালন করতে হবে এবং এগুলো হলো, তিনি যেন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন এবং তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন। এছাড়াও আপনাদের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি দয়ালু ও ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব রাখেন। এভাবে আপনারা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার পাশাপাশি পরকালেও পুরস্কার পাবেন।

প্রশ্ন: খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আগে হুযূর (আই.) মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পছন্দ করতেন না। কিন্তু এখন খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর কীভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন?উত্তর: আমি জানি না। এটা আল্লাহ্‌ই, যিনি আমাকে বদলে দিয়েছেন। আর এটাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন: একজন ব্যক্তি কীভাবে আলস্য দূর করতে পারেন?

উত্তর: এর জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করুন যে, আপনি সকালে উঠে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায আদায় করেন এবং তারপর আপনার কাজ শুরু করুন...

সবকিছুই নির্ভর করে আপনার ইচ্ছাশক্তির ওপর আর তা কতটা শক্তিশালী এর ওপর। আলসতা দূর করতে হলে আপনাকে এটি কাটিয়ে ওঠার মতো শক্তিশালী হতে হবে। সবকিছুই আপনার ওপর নির্ভর করে, আপনি কতটা শক্তিশালী, আপনার ইচ্ছাশক্তি কতটা শক্তিশালী।

প্রশ্ন: নামাযে অনেক সময় আমাদের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায়, এমন সময় আমরা নামাযকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি?

উত্তর: আল্লাহ্ তা'লার ভীতি নিজের মাঝে সঞ্চার করা উচিত। আল্লাহ্‌কে ভয় করো? পড়াশুনা করো? পড়াশুনার ক্ষেত্রে তুমি যদি পড়াশোনা না করো, তাহলে তুমি কোন একটি বিষয় ফেল করতে পারো এ সম্পর্কে তুমি ভয় পাও? এর মানে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করার চাইতে তোমার পড়াশোনার ভয় বেশি। একজন যদি আল্লাহ্‌কে ভয় পায় তাহলে তার নামাযে কেন দুর্বলতা সৃষ্টি হবে? তুমি পড়াশুনায় কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করেছ? তুমি তোমার পড়াশোনায় সময় ব্যয় করো এবং প্রতিদিন পড়াশোনা করো তাই নয় কি? পরীক্ষার পূর্বে ৬-৮ ঘন্টা আবার কখনও ৯ ঘন্টা পড়াশুনা করো, তাই না? তুমি এটি এজন্য করো যে, তোমার ভয় আছে যে, তুমি ফেল কর কি না। এবং তুমি এটিও ভয় করো যে, শিক্ষকের কথা গুরুত্ব সহকারে যদি না শোনা হয় তাহলে হয়তবা তুমি লেকচার সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কথা মানুষ শোনে না এবং এই কারনেই দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এর অর্থ একজন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার চাইতে মানুষকে বেশি ভয় পায়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে একজন একবার জিজ্ঞেস করে যে, তার কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়! তখন তিনি একটি নীতি উল্লেখ করেন এবং সেটি হল, "আল্লাহ্‌কে ভয়ে সবকিছু করো।" আল্লাহ্‌র ভয় থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: নামাযের মনোযোগ কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

উত্তর: নামাজে মনোযোগ হারিয়ে ফেলা এটি প্রত্যেকের জন্য অনেক স্বাভাবিক ব্যাপার এবং যখন তুমি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছো তুমি বারবার তিলাওয়াত করছো "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম"। এবং তারপর যদি শয়তান পরাস্ত করতে চায় তখন তুমি "আউযুবিল্লাহ"পড়ো এবং পুনরায় মনোযোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করো। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে তোমার অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে যে, (নামাজে) কীভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হয়। ঠিক আছে? সবাই মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে। এটিকেও নামাজ কায়েম করা বলা হয় এবং এটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ

এরপর ১২ পাতায়...

জুমআর খুতবা

আমাদের শিক্ষার সারাংশ এটাই যে, মানুষ যেন নিজের যাবতীয় শক্তিবৃত্তি খোদার দিকে নিয়োজিত করে।

রমযানুল মুবারক উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে জামাতকে নির্ভেজাল তাকওয়া অর্জনের উপদেশ।

তাকওয়া অর্জনই হল ইসলামের পরাকাষ্ঠা যা খোদার ওলী হওয়ার মাধ্যমে লাভ হয়, যার ফলে ফিরিশতা কথা বলে এবং খোদা তা'লা সুসংবাদ দান করেন।

সত্যিকার তাকওয়া এবং অজ্ঞতা সহাবস্থান করতে পারে না, সত্যিকার তাকওয়ার সঙ্গে এক প্রকার দীপ্তি থাকে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৫ এপ্রিল , ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১৫ শাহাদাত, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,বর্তমানে আমরা রমযান মাস অতিবাহিত করছি আর প্রায় দুই দশক বা দু'পক্ষ শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রত্যেক মু'মিন এ মাসের কল্যাণ থেকে বেশি বেশি কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করে। রোযার আবশ্যকতার কথা বলতে গিয়ে শুরুতেই আল্লাহ্ তা'লা রোযার এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের জন্য রোযাকে ফরয করার কারণ হল যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার। অতএব রোযা এবং রমযানের কল্যাণ থেকে তখনই আমরা কল্যাণমণ্ডিত হতে পারব যদি রোযার পাশাপাশি আমরা আমাদের তাক্বওয়ার মানও উন্নত করি। সব ধরণের মন্দ বিষয় থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করব। মহানবী (সা.) বলেছেন, রোযা হল ঢালস্বরূপ। তাহলে কি শুধু নামেমাত্র রোযা রাখলেই যথেষ্ট হবে? সেহরী ও ইফতারী করাই কি যথেষ্ট? আমাদের এতটুকু কাজই কি আমাদেরকে রোযার ঢালের পিছনে নিয়ে আসবে যে, আমরা সেহরী ও ইফতারী করেছি। না, বরং এর সাথে সম্পর্কযুক্তবিষয়গুলোর প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এর যে মূল উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন তা হল, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর।

অতএব, আমরা যদি আমাদের রোযা ও আমাদের রমযান মাসকে সেসব রোযা এবং রমযানে রূপ দিতে চাই যা হবে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আর (যার) প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা হয়ে যান তাহলে আমাদেরকে তা সেই মানে উপনীত করতে হবে যেমনটি খোদা তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন আর যার জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে। তা হল আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন করা আল্লাহ্ তা'লা তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন আর আমিও পূর্বে উল্লেখ করেছি । আমরা নিজেদেরকে মু'মিন বলি, মুসলমান বলি এবং এই দাবি করে থাকি যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ মেনে এবং তাঁর প্রতি নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করে এ বিষয়টিও মান্য করেছি যে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে মসীহ্ ও মাহ্দীর আগমনের কথা ছিল তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্তায় এসেছেন। ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনের কাজ এখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই মসীহ্ ও মাহ্দীর হাতেই সম্পন্ন হবে। অতএব, আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হল আমাদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত চেতনা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়া।

কাজেই তিনি (আ.) তাক্বওয়াসম্পর্কে কী বলেছেন আমরা যদি তা দেখি তবেই তাক্বওয়া সম্পর্কে জানতে পারব। যেভাবে আমি বলেছি, আমরা এ দাবি করে থাকি যে, আমরা মুসলমান এবং আমরা ঈমানদারদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত, এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাহলে শোন! ঈমানের প্রথম ধাপ হল, মানুষের তাক্বওয়া অবলম্বন করা। আর এরপর তিনি (রা.) বলেছেন, তাক্বওয়া কী?

এর উত্তর হল, সব ধরণের মন্দ কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। এখন যদি আমরা আত্মবিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখবো, এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। খতিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে, আমরা কি যথাযথভাবে তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদান করছি? আমরা কি তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদান করছি। তাক্বওয়া কী- এটি ততক্ষণ জানা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এসব বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হবে। জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। কেননা জ্ঞান ব্যতীত কোন জিনিসই অর্জিত হতে পারে না আর মানুষ তা পেতেই পারে না। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য কী, বান্দার অধিকার কী, কী কী বিষয় আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন এবং কোন কোন কাজ করতে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন?- এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য বার বার কুরআন শরীফ পড়। তিনি (আ.) বলেন, আর (কুরআন শরীফ পড়ার সময়) তোমাদের উচিত মন্দকর্মের তালিকা প্রণয়ন করা আর এরপর খোদা তা'লার কৃপা ও সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করা যেন এসব পাপ থেকে মুক্ত থাক। তিনি (রা.) বলেন, এটি হবে তাক্বওয়ার প্রথম ধাপ।

অতএব, এই রমযানে আমরা কুরআন শরীফও পড়ছি আর (এ সময়) সাধারণত কুরআন শরীফ পড়ার প্রতি বেশি মনোযোগ থাকে। তাই এই চিন্তা নিয়ে পড়া উচিত যে, এর আদেশ ও নিষেধাবলীর প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং মন্দ কাজ থে কে বিরত থাকতে হবে ও সৎকর্ম করার চেষ্টা করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে শুরু থেকে শেষ পর্য ন্ত আদেশ ও নিষেধ এবং ঐশী বিধিবিধানের বিশদ বিবরণ বিদ্যমান। অতএব আমাদেরকে এসব বিষয় দেখতে হবে, সেগুলো নিয়ে ভাবতে হবে এবং এগুলো পালন করতে হবে। এটি-ই একজন মু'মিনের পরিচয়। এ কথাটি তিনি (আ.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন যে, মুত্তাকী না হওয়া পর্যন্ত মানুষের ইবাদত ও দোয়ায় গ্রহণযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় না। কারণ আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন; যেমন তিনি বলেন, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (সূরা আল্ মায়েদা: ২৮)। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ইবাদতই গ্রহণ করেন। সত্য কথা হল- মুত্তাকীদের নামায ও রোযাই গৃহীত হয়। এরপর তিনি (আ.) (এ প্রশ্নের) উত্তরও দিয়েছেন যে, ইবাদত গৃহীত হবার অর্থ কী এবং এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে। "কবুলিয়্যত কাকে বলে? এর উত্তর হল, আমরা যখন বলি নামায কবুল হয়ে গিয়েছে তখন এর অর্থ হল নামাযের ছাপ ও কল্যাণরাজি নামায আদায়কারীর মাঝে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। যতক্ষণ পর্য ন্ত সেই কল্যাণরাজি ও লক্ষণাবলী সৃষ্টি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি নিছক মাথা ঠোকানো বৈ কিছু নয়। অতএব, আমাদের দেখতে হবে আমাদের রমযান এবং আমাদের রোযা কি আমাদের এই মানদণ্ডে উপনীত করার চেষ্টা করছে? তিনি (আ.) বলেন, পাপ-পঙ্কিলতা ও মন্দকর্মে যদি আগের মতই লিপ্ত থাকে তাহলে তোমরাই বল, এই নামায তার কী উপকার করল? যেসব পাপ ও মন্দকর্মে সে লিপ্ত ছিল নামাযের ফলে তা হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল, কেননা নামায হল তা করার

এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তিনি (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মু'মিন হতে চায় তার জন্য প্রথম ও কঠিন ধাপই হল, পাপ থেকে বিরত থাকা আর এরই নাম তাক্বওয়া।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪-৩৭৭)

অতএব, আমাদের ইবাদত, আমাদের রোযা এবং আমাদের কুরআন শরীফ পাঠ যদি আমাদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন সাধন না করে এবং তাক্বওয়া, যা অর্জন করা রোযার মূল উদ্দেশ্য তা অর্জনের জন্য যদি চেষ্টাই না করি তবে আমরা আমাদের রোযা এবং রোযা রাখার উদ্দেশ্য অর্জন করি নি।

আমরা সেই ঢাল সম্পর্কে আলোচনা করেছি বটে, যে সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, রোযা হল ঢালস্বরূপ, কিন্তু আমরা সেই ঢাল ব্যবহারের পদ্ধতি শেখার চেষ্টা করি নি। আমরা সেহরী ও ইফতারী করার আয়োজন করেছি বটে, কিন্তু আমরা সেহরী ও ইফতারী খাওয়ার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করি নি। আমরা সারাদিন অভুক্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় পার করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা উপোস থাকার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করি নি যে উদ্দেশ্য তাক্বওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয় এবং যে তাক্বওয়া আমাদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল। অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, এটি হয়েছে, নাকি হয় নি?

তাক্বওয়া-সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরো কিছু উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করছি যেগুলো থেকে আমরা পথের দিশা পাই যে, প্রকৃত তাক্বওয়া কী এবং কোন ধরনের তাক্বওয়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চান। এবিষয়ে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন,

"প্রকৃত তাক্বওয়া যার দ্বারা মানুষ বিধৌত ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং যার জন্য নবীগণ এসে থাকেন তা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا -এর দৃষ্টান্ত কালে-ভদ্রেই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, যে তাকে (অর্থাৎ নফসকে) পবিত্র করেছে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ দু-একজনই হবে যারা قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا -এর সত্যায়নকারী হবে। পাক-পবিত্রতা খুবই ভালো জিনিস। মানুষ পাক-পবিত্র হলে ফিরিশতারা তার সাথে করমর্দন করে। মানুষের কাছে এর মূল্য নেই, অন্যথায় তার প্রতিটি পছন্দের জিনিসই বৈধ পন্থায় লাভ হওয়া সম্ভব। চোর সম্পদ লাভের জন্য চুরি করে কিন্তু সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে খোদা তা'লা তাকে অন্য কোন উপায়ে সম্পদশালী করে দেবেন।এটি কেবল বাহ্যিক চুরি নয় বরং কতিপয় ব্যবসায়ী যারা মন্দ জিনিস বিক্রি করে তারাও একই কাজ করে।একইভাবে ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, কিন্তু সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোন উপায়ে তার বাসনা পূরণ করে দেবেন যার মাধ্যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হবে । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোন চোর-ই মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না এবং কোন ব্যভিচারী-ই মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।অর্থাৎ হৃদয় যখন ঈমানশূণ্য হয়ে যায় তখনই মানুষ এ ধরণের কাজে লিপ্ত হয়। তিনি (রা.) বলেন, ছাগলের সামনে বাঘ দাঁড়িয়ে থাকলে সে ঘাসও খেতে পারে না, তাহলে কি মানুষের মাঝে একটি ছাগলের সমান ঈমানও নেই?মানুষ যখন বিভিন্ন ধরণের পাপ ও মন্দকর্মে লিপ্ত হয় তখন তার মাঝে এতটুকু অনুভূতি থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সর্বদা দেখছেন। মূল বিষয় ও লক্ষ্য হল তাক্বওয়া, যাকে তা দেয়া হয় সে সবকিছু পেতে পারে। এছাড়া মানুষের পক্ষে সগীরা ও কবীরা গুণাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ (এছাড়া) ছোট ও বড় পাপ থেকে মানষের বাঁচা সম্ভব নয়। মানবীয় সরকারের আইনকানুন (মানুষকে) পাপ থেকে রক্ষা করতে পারে না, কেননা প্রশাসন সব সময় সাথে থাকে না যে, তাদের ভয় করবে। মানুষ নিজেকে একা মনে করে পাপ করে তা না হলে সে কখনোই এমন করত না। সে যখন নিজেকে একা মনে করে তখন সে নাস্তিক হয়ে থাকে। তার মাঝে কোন ঈমান-ই থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয় হতে হারিয়ে যান এবং সে নাস্তিক হয়ে যায়। তখন সে এটি মনে করে না যে, আমার খোদা আমার সাথে আছেন, আমার ওপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। অন্যথায় সে যদি মনে করত খোদা আমাকে দেখছেন তাহলে সে কখনো পাপ করত না। তাক্বওয়ার ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। এরই মাধ্যমে কুরআন আরম্ভ হয়েছে যে ***'ইইয়াকা নাবুদু ওয়াইকা নাসতাঈন।'*** -এর মানেও তাক্বওয়া। কাজ মানুষ করলেও ভয়ের কারণে নিজের প্রতি তা আরোপ করতে সাহস করে না, বরং সেটিকে খোদার সাহায্য মনে করে আর তাঁর কাছেই ভবিষ্যতের জন্যও সাহায্য কামনা করে। আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য চায়। পুণ্য করলেও (মনে করে না) এটি আমার যোগ্যতায় হয়েছে, আমার হৃদয় নেক অথবা আমি নেকীর অনেক উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছি। বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে তিনি আমাকে এই পুণ্য করার, নামায পড়ার ও দোয়া করার সামর্থ্য দান করেছেন। আবার দ্বিতীয় সূরাও ***'হুদাললিল মুত্তাকিন'*** দ্বারা আরম্ভ হয়। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি সব ইবাদতই গৃহীত হয় যদি মানুষ মুত্তাকী হয়। তখন আল্লাহ্ তা'লা পাপের দিকে আহ্বানকারী সবকিছু সরিয়ে দেন। অর্থাৎ যদি তাক্বওয়া থাকে তাহলে পাপের দিকে আহ্বানকারী সমস্ত কিছুকে আল্লাহ্ তা'লা দূর করে দেন। স্ত্রীর প্রয়োজন থাকলে স্ত্রী দান করেন, ঔষধের প্রয়োজন হলে ঔষধের ব্যবস্থা করে দেন, যে জিনিসেরই প্রয়োজন পড়ে তা দান করেন আর এমন জায়গা থেকে রিয্ ক দেন যা সম্পর্কে সে কল্পনাও করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে আরেকটি আয়াত রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا (সূরা হামীম আস্ সাজদা: ৩১)। এর অর্থও মুত্তাকী। ***'সুম্মাস তাকামু'*** অর্থাৎ তাদের জীবনে ভূমিকম্প এসেছে, পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে, ঝড়ঝঞ্জা এসেছে কিন্তু তাঁর সাথে সে যে এক অঙ্গীকার করেছে তা থেকে সে বিচ্যুত হয় নি। বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্র সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। একবার ঈমান আনার পর সেই ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। এমন নয় যে, সামান্য সামান্য বিষয়ে ঈমানে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে বা নড়বড়ে হয়ে যাবে।এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা যখন এরূপ করেছে এবং সততা ও বিশ্ব স্ততা প্রদর্শন করেছে তখন তারা এর এ প্রতিদান পেয়েছে যে, ***'তানাযযালু আলাইহিমুল মালায়েকাতু'*** অর্থাৎ তাদের প্রতি ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়েছে আর বলে, ভয় পেয়ো না; দুঃখিতও হয়ো না। তোমাদের প্রভু -প্রতিপালক তোমাদের অভিভাবক وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ আর শুভ-সংবাদ দেয় যে, সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও। এই জান্নাত বলতে এখানে ইহজীবনের জান্নাতকে বুঝিয়েছে। যেমনটি কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ। অতঃপর রয়েছে نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ আমরা তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক- ইহজীবনেও এবং পরজীবনেও।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৫১-২৫৩)

অতএব, কতই না সৌভাগ্যবান তারা যাদের বন্ধু ও অভিভাবক আল্লাহ্ হয়ে যান! যারা প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র সন্তু ষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করেন।

অতঃপর মু'মিন ও কাফিরের সফলতায় কি পার্থক্য হয়ে থাকে অর্থাৎ, মু'মিন তার সফলতাকে কোন দৃষ্টিতে দেখে আর কাফের কোন দৃষ্টিতে দেখে- এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন,সর্বদা এই নীতিটি দৃষ্টিপটে রাখবে যে, মু'মিনকে যে সফলতা দান করা হয় এতে সে লজ্জিত হয়। কেন লজ্জিত হয়? কেননা তার পক্ষ থেকে এ অভিব্যক্তি প্র কাশ পায়,আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না অথচ ঐশী অনুগ্রহই যাবতীয় সবকিছু দিয়েছে। যা কিছুই পেয়েছি তা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের কল্যাণেই হয়েছে; এমন নয় যে আমার কোন গুণ, জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি বা সম্পদের কারণে অথবা আমার শারীরিক জোরে তা সম্ভব হয়েছে। না; বরং তা একান্ত ই খোদা তা'লার অনুগ্রহ। আর এই অনুভূতি জাগ্রত হলে সে খোদা তা'লার প্রশংসা করে যে, তিনি কৃপা করেছেন। এভাবেই সে অগ্রসর হতে থাকে এবং প্রতিটি পরীক্ষায় অবিচল থেকে ঈমান লাভ করে। তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখ! কাফিরের সাফল্য হল পথভ্রষ্টতা আর মু'মিনের সাফল্যের মাধ্যমে ঐশী অনুগ্রহরাজির দুয়ার উন্মোচিত হয়। কাফির যেহেতু সর্ব ক্ষেত্রে আত্মঅহংকার করে, কৃতিত্বের আত্মপ্রসাদ নেয় তাই সে ক্রমশঃ পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মু 'মিন নিজের সবকিছুকে আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ মনে করে তখন তার প্রতি অনুগ্রহরাজীর দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে। কাফিরের সাফল্য তাকে বিপথগামিতার দিকে নিয়ে যায় কেননা সে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না বরং আপন শ্রম, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং যোগ্যতাকে খোদা বানিয়ে নেয়, কিন্তু মু'মিন খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করে খোদা তা'লার সাথে একটি নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে আর এভাবে প্রত্যেক সফলতার পর খোদা তা'লার সাথে তার নতুন একটি সম্পর্কে র সুত্রপাত ঘটে এবং তার জীবনে পরিবর্ত নের ছোঁয়া লাগে। اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا খোদা তা'লা মুত্তাকীদের সাথে থাকেন। (সূরা নহল, আয়াত: ১২৯)

স্মরণ রাখা উচিত! কুরআন করীমে তাক্ওয়া শব্দটি বহুবার এসেছে; শতাধিক বার। এর অর্থ পূর্বের শব্দের সাথে যুক্ত করে করা হয়; এখানে 'মাআ' শব্দ এসেছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদাকে প্রাধান্য দেয় খোদা তাকে প্রাধান্য দেন এবং পৃথিবীতে সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করেন। তিনি (আ.) বলেন, আমার ঈমান এটিই যে, যদি কোন ব্যক্তি ইহজগতে সর্ব

প্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা থেকে রক্ষা পেতে চায় তবে তার জন্য একটি উপায়ই আর তা হল মুত্তাকী (খোদাভীরু) হয়ে যাওয়া। এরপর তার আর কোন কিছুর অভাব হবে না। সুতরাং মু'মিনের সফলতা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় আর সে সেখানেই স্থবির হয়ে যায় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৫-১৫৬)

মুত্তাকী ব্যক্তির জীবনে তাক্বওয়ার কার্যকারিতা ইহজগতেই আরম্ভ হয়ে যায়। এটি বাকী নয় বরং নগদ বিষয়। যেভাবে দেহে বিষ ও প্রতিষেধকের প্রভাব তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হয় অনুরূপভাবে তাক্ওয়ার প্রভাব পড়ে থাকে।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

অতএব যদি সৎকর্ম, ইবাদত, পুণ্যকর্ম করা সত্ত্বেও মানবীয় অবস্থায় পরিবর্তন সাধিত না হয় তবে তা চিন্তার বিষয়! অনেকেই প্র শ্ন লিখে পাঠায় যে, কিভাবে বুঝা যাবে? সুতরাং এভাবে বুঝা যায় যে, সৎকর্মের প্রতি যদি বেশি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, আল্লাহ্‌র দিকে যদি অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয় তবে সেই কাজ আল্লাহ্‌র জন্য করছে আর আল্লাহ্ তাতে কল্যাণ দান করেন।

তাক্বওয়ার পথ চিহ্নিত করতে গিয়ে ও সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (আ.) বলেন, মানুষের সব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য তাক্বওয়ার সুক্ষ্ম পথসমূহ অনুসরণের মাঝে। তাক্বওয়ার সুক্ষ্ম পথ হল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের অনুপম ছাপ এবং দৃষ্টিনন্দন বৈশিষ্ট্য। তাক্বওয়ার সুক্ষ্ম পথ কী? আধ্যাত্মিকভাবে তার মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। এটি স্পষ্ট যে, খোদা তা'লার আমানতসমূহ এবং ঈমানী অঙ্গীকারসমূহের বিষয়ে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা এবং আপাদমস্তক যতগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে যাতে বাহ্যিকভাবে চোখ, কান, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্তর্ভুক্ত এবং অভ্যন্তরীনভাবে হৃদয় ও অন্যান্য শক্তিনিচয় এবং স্বভাব চরিত্র রয়েছে- এগুলোকে সামর্থানুযায়ী উপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্র নির্বেশেষে ব্যবহার করা এবং অবৈধ ক্ষেত্র থেকে বিরত থাকা এবং এসবের গোপন আক্রমনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং অপরদিকে বান্দার অধিকারের বিষয়েও সতর্ক থাকা। এগুলো হচ্ছে ঈমানী অঙ্গীকার যা আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে করেছি। স্বীয় চোখকেও সঠিক স্থানে ব্যবহার করতে হবে, কুদৃ ষ্টি থেকে বাঁচাতে হবে, মন্দকাজ থেকে বাঁচাতে হবে। কানকেও কুকথা শ্রবণ থেকে বাঁচাতে হবে। হাত পা দ্বারাও পূণ্য কাজ করতে হবে। হৃদয়ে যেসব বাজে চিন্তা ভাবনা রয়েছে সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে এবং সেজন্য বেশী বেশী ইস্তেগফারও করা উচিত।

অন্যান্য শক্তিসামর্থ রয়েছে। সেগুলোকেও কাজে লাগাতে হবে। স্বীয় চরিত্রকে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে। এগুলো হচ্ছে ঈমানী অঙ্গীকার যা মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সাথে করে থাকে। তিনি বলেন, এগুলোকে তোমাদের পূর্ণ করতে হবে। অপরদিকে বলেছেন,বান্দার অধিকার আদায়েও যত্নবান থাকতে হবে। ঐসব জিনিস তো তোমাদের হয়ে গেছে এখন বান্দার অধিকারও আদায় করতে হবে। যদি এ অধিকার আদায় হয় তবে এটি ঐ পথ যার সাথে মানুষের সব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সম্বন্ধযুক্ত। যখন আল্লাহ্‌র অধিকারও আদায় হয়ে যায় এবং বান্দার অধিকারও আদায় হয়ে যায় তখন মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। খোদা তা'লা কুরআন শরীফে তাক্বওয়াকে পোষাক নামে অভিহিত করেছেন। যেমন 'লিবাসুত্তাকওয়া' (অর্থাৎ তাক্বওয়ার পোষাক) কুরআনেরই একটি শব্দ। এটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও সৌকর্য তাক্বওয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। আর তাক্ ওয়া হচ্ছে, খোদার সব আমানত ও ঈমানী অঙ্গীকার এবং অনুরূপভাবে সৃষ্টির সব আমানত ও অঙ্গিকার যথাসম্ভব পালন করা। অর্থাৎ এসবের সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর অংশগুলোও যতদূর সম্ভব পালন করা। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ২০৯-২১০)

ইবাদত আত্মসুদ্ধি এবং লোকদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার যেসব আদেশ রয়েছে সেগুলোর গভীরতায় গিয়ে তা আদায় করার চেষ্টা কর। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকারের সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর দিকগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষন পর্যন্ত তাক্বওয়ার মান অর্জিত হবেনা। অতএব, এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে। ইবাদতের পাশাপাশি বান্দার অধিকার আদায় না হলে তা বিন্দুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না। আবার শুধু সৃষ্টির কিছু অধিকার আদায় করা আর খোদা তা'লাকে ভুলে যাওয়া যেভাবে লোকেরা বলে যে আমরা বান্দার অধিকার আদায় করছি এটিও তাক্বওয়ার পথে বিচরনকারী বানাতে পারেনা। একজন সত্যিকার মুমিনের জন্য উভয় অধিকার আদায়ে যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

অতঃপর বিদাতের বিস্তৃতি ও তাক্বওয়াশূন্যতার উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন, সকল ফির্কা ও দলে হাজারো প্রকৃতির বিদাত স্ব স্ব রূপে সৃষ্টি হয়েছে। তাক্বওয়া ও পবিত্রতা যা মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, যেজন্য মহানবী (স.) বিপজ্জনক বিপদাবলী সহ্য করেছেন, যেগুলোকে নবুয়তের হৃদয় ব্যাতীত অন্য কেউ সহ্য করতে পারত না সেগুলো আজ হারিয়ে গেছে। জেলখানায় গিয়ে দেখ, বেশিরভাগ অপরাধীরা কোন দলের? অর্থাৎ, মসীহ মওউদ (আ.) বলছেন,মুসলমান অধিক সংখ্যায় পাপাচারে লিপ্ত। আমি পূর্বেও বলেছি ঘানায় আমাদের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি বলতেন, আমাদের এক মিটিংয়ে কথা হচ্ছিল যে আমাদের জেলখানাগুলোতে অধিকাংশ অপরাধী হল মুসলমান। তিনি বলেন, আমি আহমদী এবং আমি এই চ্যালেঞ্জ করছি যে, তোমরা দেখে নিতে পার এসকল মুসলমানের মাঝে কোন আহমদী নেই আর যদি থেকেও থাকে নামে মাত্র হবে। যখন অনুসন্ধান করে দেখা হল, তখন এটিই সঠিক প্রমাণিত হল। সুতরাং প্রকৃত মুমিন, প্রকৃত আহমদীর লক্ষণ তো এটিই আর এটি তবলীগের অনেক বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যদি এ বিষয়টিকে আমরা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখি এবং প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক কাজে, নিজেদের ব্যবসা বানিজ্যে, নিজেদের চাকুরী প্রভৃতি, নিজেদের দৈনন্দিন বিষয়াদিতে লোকদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের উন্নত চরিত্র প্রদর্শনকারী হই, আমাদের ইবাদতের মান উন্নয়নকারী হই, হৃদয়ে তাক্বওয়া সৃষ্টির বিষয়ে সচেষ্ট থাকি, আল্লাহ তা'লার ভয় হৃদয়ে লালনকারী হই তাহলে এটি যেখানে আমাদের সংশোধনের কারণ হবে সেখানে নীরব তবলীগের মাধ্যম হবে।

তিনি (আ.) বলেন, ব্যভিচার, অধিকার হরণ এবং অন্যান্য অপরাধ এত বেশি পরিমাণে হচ্ছে, যেন ধরে নেয়া হয়েছে, খোদার কোন অস্তিত্বই নেই। যদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে বিরাজমান নোংরামী ও রোগব্যধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যায় তাহলে একটি মোটা পুস্তক তৈরি হয়ে যাবে। প্র ত্যেক বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষ জাতির বিভিন্ন মানুষের অবস্থা দেখেনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, সেই তাক্বওয়া যা কুরআন করীমের উদ্দেশ্য ছিল, যা প্রকৃত সম্মানের কারণ এবং সাধুতার মাধ্যম ছিল তা আজ বিদ্যমান নাই। কুরআন করীম তাক্বওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য এটিই ছিল যা মুসলমানদের মাঝে হারিয়ে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, ব্যবহারিক অবস্থা যা ভাল হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল এবং যা মুসলমান ও অন্যদের মাঝে পার্থক্যসূচক মাপকাঠি ছিল তা দুর্বল ও অকেজো হয়ে গেছে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪)

যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে কী তবলীগ হবে এবং মুসলমানদেরই বা কী প্রভাব পড়বে?পৃথিবীতে এখন এর পরিণামই আমরা দেখছি আর এর সমাধান কেবল আহমদীদের কাছেই রয়েছে। যদি আমরাও নষ্ট হয়ে যাই তাহলে কে সামলাবে? আল্লাহ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাথে আল্লাহ তা'লার যে প্রতিশ্রুতি তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, কিন্ত আমরা যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই তাহলে আল্লাহ তা'লা অন্য কোন জাতিকে সৃষ্টি করবেন এবং তাদের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।

আমাদের সমাজের অবস্থা যদি এমন হয়ে যায় যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বর্ণনাকরেছেন তাহলে আমাদের নিজেদের পুণ্য ও তাক্ ওয়ার মান সম্পর্কে কত বেশি চিন্তা করা উচিত এবং নিজেদের বংশধরের পুণ্য এবং তাক্বওয়ার মান সম্পর্কে কত বেশি চিন্তা করা উচিত। তিনি (আ.) এ কথাও বলেন, তাক্বওয়া এটি নয় যে, আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহরাজী থেকে লাভবান হবে না, বরং এসব থেকে কল্যাণমন্ডিত না হলে এটিও তাক্বওয়া হতে বিচ্যুতি।

কতিপয় তথাকথিত বুযুর্গ এবং পীর ফকির লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে সাদামাটা পোশাক পরিধান করে এবং বিস্বাদ খাবার গ্রহণ করে এবং প্রকাশ করতে চায় যে, আমরা মুত্তাকী এবং অনেক পুণ্যবান। তিনি বলেন, স্বরণ রেখো! মানুষের সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় দোয়া করতে থাকা উচিত এবং দ্বিতীয়ত আম্মা বিনিমাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস এর ওপর আমল করা উচিত। খোদা প্রদত্ত অনুগ্রহরাজী বর্ণনা করা উচিত, এর উল্লে খ করা উচিত, এগুলো প্রকাশ করা উচিত। অনুগ্রহরাজী প্রকাশ করলে খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। তার আনুগত্য ও অনুগতহওয়ার জন্য এক ধরণের উদ্দিপনা সৃষ্টি হয়। তাহদীসের অর্থ এটি নয় যে, মানুষ কেবল মৌখীকভাবে বলতে থাকবে বরং দেহেও এর কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'লা উন্নত মানের পোশাক পরিধান করার সামর্থ দিয়েছেন , কিন্তু সে সর্বদা নোংরা ময়লা কাপড় পরিধান করে এ মানসে যে তাকে যেন করুনার পাত্র মনে করা হয় অথবা তার স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা যেন কারো সামনে প্রকাশ না পায়,এমন ব্যক্তি পাপ করে কেননা সে খোদা তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহকে লুকাতে চায়।এবং কপটতার আশ্রয় নেয়, প্রতারণা করে আর ভ্রান্তিতে নিপতিত করতে চায়। এটি মু'মিনের শোভা পায় না। মু'মিন এরূপ হয়

না। মহানবী (সা.)-এর রীতি সর্বসাধারণের সামনে ছিল। অর্থাৎ, যা কিছু সহজলভ্য তার সবই তিনি গ্রহণ করতেন। এমন নয় যে, একদিকে বেশি ঝুঁকে যাবেন। উন্নত পোশাক পেলে উন্নত পোশাকও পরিধান করেন, তা না থাকলে সাধারণ পোশাকও পরিধান করেছেন। তিনি (সা.) যা পেতেন তা-ই পরিধান করতেন, মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। যে কাপড়ই দেয়া হতো তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর (তিরোধানের) পর কিছু লোক বৈরাগ্যের মাঝে বিনয় নিহিত জ্ঞান করেছে। কতিপয় দরবেশকে দেখা গেছে যে, তারা মাংসে মাটি মিশিয়ে খেতো। দরবেশ হওয়ার দাবি করতো আর মাংসে বালি মিশিয়ে খেতো। (এমনই) এক দরবেশের কাছে এক ব্যক্তি যায়। সে অর্থাৎ দরবেশ তার ভক্তকে বলে অতিথিকে খাবার খাওয়াও। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ অতিথি জোর দেয় যে, পীর সাহেব আমি তো আপনার সাথেই খাবার খাব। অবশেষে সে যখন সেই দরবেশের সাথে খাবার খেতে বসে তখন তার জন্য নীম এর বড়ি বানিয়ে পরিবেশন করা হয়।"

নীম এমন একটি গাছ যার পাতা অনেক তিক্ত হয়ে থাকে আর এর যে ফল হয় তা-ও অনেক তিক্ত হয়ে থাকে। সেটির খাবার প্রস্তুত করে তার সামনে উপস্থাপন করা হয়, (যা ছিল) তিক্ত খাবার। সেটি মোটেই সুস্বাদু ছিল না। সুস্বাদু হওয়া তো দূরের কথা, সেটি ছিল ভয়াবহ তিক্ত। তিনি বলেন, "কতিপয় লোক এরূপ বিষয়াদি অবলম্বন করে আর তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মানুষকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব মানানো। কিন্তু ইসলাম এমন বিষয়াদিকে উন্নত শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত করে না।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হল তাক্বওয়া, যার ফলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়, যার ফলে ফিরিশতাদের সাথে বাক্যালাপ হয়, খোদা তা'লা সুসংবাদে ভূষিত করেন। আমরা এরূপ শিক্ষা প্রদান করি না, কেননা এটি ইসলামী শিক্ষার বিরোধী বিষয়। পবিত্র কুরআনে তো 'কুলু মিনাত তাইয়েবাত' (সূরা মু'মিনূন: ৫২) অর্থাৎ পবিত্র বস্তু হতে আহার কর- এই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আর এরা তৈয়্যব তথা ভালো জিনিসে মাটি মিশিয়ে সেটিকে খারাপ করে তুলে। এমন রীতিনীতি ইসলাম আসার বহু পরে সৃষ্টি হয়েছে। এসব লোক মহানবী (সা.)-এর (শিক্ষার) সাথে সংযোজন করে থাকে। ইসলাম এবং পবিত্র কুরআনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। তারা পৃথকভাবে নিজেদের শরীয়ত বানিয়ে নেয়। আমি একেএকান্ত তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমাদের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব যত দূর সম্ভব মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ এবং এরবিপরীতে একটি পদক্ষেপও গ্রহণ না করার মাঝে নিহিত।"

এটি তো ছিল পানাহার সংক্রান্ত বিষয়। এরপর দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তিনি বলেন, অনুরূপভাবে নারী ও শিশুদের সাথে সম্পর্কে র বিষয়টি রয়েছে, নিজ গৃহে মানুষের যে ব্যবহার হয়ে থাকে সে সম্পর্কেও তিনি বলে দিয়েছেন যে, নারী ও শিশুদের সাথে সম্পর্ক এবং সামাজিক বিষয়াদিতে মানুষ ভুল করেছে আর সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। সোজা রাস্তা থেকে সরে গেছে। পবিত্র কুরআনে লেখা আছে যে, عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (সূরা আন্ নিসা: ২০) কিন্তু এখন এর বিরোধী কাজ হচ্ছে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩-৪৪)

ন্যায়সঙ্গাত ব্যবহার করা তো দূরের কথা কোন কোন ঘরে অত্যাচার হচ্ছে নারীদের প্রতি। অতএব সামর্থ্য থাকলে ভালো পোশাক পরিধান করা, সামর্থ্য থাকলে ভালো খাবার খাওয়া, তাক্বওয়ায় ঘাটতি সৃষ্টি করে না, বরং (তা) বৃদ্ধি করে। অধিকন্তু পারিবারিক রীতিনীতির বিষয়েও বলেছেন যে, নিজ স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করাও আবশ্যক। নিজ সন্তানদের দেখাশোনা করা, তাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করা, তাদের সঠিক তরবিয়ত করাও আবশ্যক। এটিও তাক্বওয়ার অন্তর্ভুক্ত আর এটি পবিত্র কুরআনেরও নির্দেশ। অতএব, হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র অধিকার এবং হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দাদের অধিকার- উভয়টি প্রদান করা আবশ্যক।

অতঃপর তিনি আরো একটি বিষয় বর্ণনা করেন যে, মুত্তাকীকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আলো প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রকৃত তাক্বওয়া এবং অজ্ঞতা পাশাপাশি থাকতে পারে না। প্রকৃত তাক্বওয়ার মাঝে একটি জ্যোতি বিরাজ করে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ (সূরা আল্ আনফাল: ৩০) وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ (সূরা আল্ হাদীদ: ২৯) অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি মুত্তাকী হওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাক এবং আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তাক্বওয়ার বৈশিষ্ট্য ধারণের ক্ষেত্রে অবিচল ও প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে করবেন। আর সেই পার্থক্য হল, তোমাদেরকে এক জ্যোতি প্রদান করা হবে যার সাহায্যে তোমরা তোমাদের সমস্ত পথ চলবে। অর্থাৎ, সেই জ্যোতি তোমাদের সমস্ত কর্ম, কথা, শক্তিনিচয় ও ইন্দ্রিয়ে সঞ্চালিত হবে। তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতেও জ্যোতি থাকবে এবং তোমাদের অনুমানভিত্তিক কথাতেও জ্যোতি বিরাজ করবে। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী যে পরিচালিত হয় তার দ্বারা কোন ভুল কাজ সংঘটিত হতেই পারে না। যদি হয়েও যায় তবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'লা সংশোধনের প্রতিও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। ইস্তেগফার করার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা মনোযোগ আকৃষ্ট করবেন। তিনি বলেন,তোমাদের সকল অনুমানভিত্তিক কথাতেও জ্যোতি থাকবে, তোমাদের চোখেও জ্যোতি বিরাজ করবে, তোমাদের কানে, তোমাদের কথায়, তোম াদের বিবৃতিতে, তোমাদের প্রতিটি গতি ও স্থিতিতে জ্যোতি থাকবে। (এক কথায়) যেসব পথে তোমরা চলবে সেগুলো জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে। এক কথায় তোমাদের যত পথ আছে তথা তোমাদের শক্তিবৃত্তি ও তোমাদের ইন্দ্রিয়ের যত পথ রয়েছে তার সবই নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তোমরা আপাদমস্তক জ্যোতির মাঝেই বিচরণ করবে।

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৭-১৭৮)

তোমাদের যতগুলো পথ রয়েছে তা সবই নেকীর দিকে পরিচালনাকারী পথ হবে। তোমাদের শক্তিবৃত্তিগুলো পুণ্যকাজে নিয়োজিত থাকবে। তোমাদের সকল চিন্তাভাবনা ও কল্পনাও নেক হয়ে যাবে। পাপের চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এমন সমাজ গঠিত হলে তা নিশ্চিতরূপে মুত্তাকীদের সমাজ হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আদি থেকে ঐশী রীতি এটাই যে, এই সমস্তকিছু পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরই লাভ হয়। ভয়, ভালোবাসা এবং মূল্যায়নের মূল হল পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান। অতএব যাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয় তাকে ভয় এবং ভালোবাসাও পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হয়। যাকে ভয় এবং ভালোবাসা পরিপূর্ণ রূপে প্রদান করা হয়েছে তাকে প্রত্যেক গুনাহ থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়েছে, যা ঔদ্ধত্যের কারণে সৃষ্টি হয়।

অতএব এই পরিত্রাণ লাভের জন্য আমরা কোন রক্তেরও মুখাপেক্ষী নই, কোন ক্রুশেরও আমাদের প্রয়োজন নেই আর না আমাদের কোন প্রায়শ্চিত্বের প্র য়োজন রয়েছে, বরং আমরা কেবল একটি কুরবানীর আকাঙ্ক্ষী আর তা হল স্বীয় অবাধ্য প্রবৃত্তির কুরবানী। আমাদের প্র কৃতি এটির প্র য়োজন অনুভব করেছে। এমন কুরবানীর অপর নাম হল ইসলাম। প্রবৃ ত্তির কুরবানী করা তাক্বওয়ার পথে চলার কারণ হয় এবং এরই নাম ইসলাম। ইসলামের অর্থ হল, জবাই হবার জন্য ঘাড় সামনে রেখে দেয়া। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে স্বীয় আত্মাকে খোদার দরবারে সমর্পণ করা। এই প্রিয় নামটি শরীয়তের প্রাণ এবং সকল (ধর্মীয়) শিক্ষার প্রাণ। জবাই হবার জন্য স্বেচ্ছায় ও সানন্দ্যে গর্দান রেখে দেওয়া পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও প্রেমের দাবি রাখে। আর পরিপূর্ণ ভালোবাসা পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের দাবি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিস সম্বন্ধে পরিপূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ না হবে ততক্ষণ ভালোবাসা সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব, ইসলাম শব্দটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, প্রকৃত কুরবানীর জন্য পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসার প্রয়োজন, অন্য কিছুর প্রয়োজনীয়তা নেই। আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন, لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ (সূরা আল্ হাজ্জ: ৩৮) অর্থাৎ, তোমাদের কুরবানীর মাংসও আমার কাছে পৌঁছে না আর রক্তও না, বরং কেবল এই কুরবানী আমার নিকট পৌঁছায় আর তা হল, তোমরা আমাকে ভয় করবে এবং আমার সন্তুষ্টির খাতিরে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে।"

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ১৫১-১৫২)

অতএব, এটি হল তাক্বওয়ার সেই মানদণ্ড যা খোদা তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন, যা খোদার রসূল (সা.) আমাদের নিকট চান, যা যুগ-ইমাম আমাদের নিকট আশা রাখেন। এবিষয়ে বারংবার কুরআন শরীফে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এটি অর্জন করার জন্য রমজান মাসে রোযা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান হবে যারা এই চিন্তাচেতনার সাথে চেষ্টা করবে যে, উক্ত তাক্বওয়া অর্জনের জন্য রমজানের অবশিষ্ট রোযাগুলো আমরা অতিবাহিত করব আর যেগুলো অতিবাহিত করেছি আল্লাহ্ তা'লা করুন সেগুলোও যেন সেভাবেই অতিবাহিত হয়ে থাকবে। নিজেদের প্রতিটি কথা ও কর্ম কে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করে পরিচালিত করতে হবে।

এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, মানুষআপত্তি উত্থাপন করে যে, আপনি মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছেন, কিন্তু আপনি তো সৈয়্যদ নন। আর একজন সৈয়্যদ একজন উম্মতী সদস্যের হাতে বয়আত কীভাবে করতে পারে? কিছু সৈয়্যদ বংশোদ্ভূ ত

লোক এবং সৈয়্যদদেরকে উচ্চ মর্যাদা দানকারী লোকজন এখনওএই আপত্তি উত্থাপন করে যে, সৈয়্যদদের অসাধারণ মর্যাদা রয়েছে, তাহলে একজন সৈয়্যদ এমন ব্যক্তির হাতে বয়আত কীভাবে করতে পারে যে সৈয়্যদ নয়। একইভাবে বর্ত মানে কিছু সংখ্যক আরবের মাঝেও এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে যে, মসীহ্ মওউদের আসার থাকলে তো আরবদের মাঝে হবার কথা, অনারবদের মাঝে তিনি কীভাবে আসলেন, এটা আমরা কীভাবে মেনে নিতে পারি? তারা কুরআন করীম পাঠ করে ঠিকই, কিন্তু সঠিকভাবে প্র ণিধান করে না, এর উত্তর সেখানে পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই পদমর্যাদা আমি স্বয়ং প্রদান করে থাকি। বান্দারাএই মর্যাদা বণ্টনের কেউ নয়। যাহোক তিনি বলেন, খোদা তা'লা কেবল দৈহিক অবয়ব বা বংশের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হন না। তাঁর দৃষ্টি সর্বদা তাক্বওয়ার প্রতি থাকে। اِنَّ اَکۡرَمَکُمۡ عِنۡدَ اللّٰہِ اَتۡقٰکُمۡ (সূরা হুজুরাত: ১৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দৃ ষ্টিতে তোমাদের মধ্য হতে অধিক সম্মানিত সে-ই যে তোমাদের মাঝে অধিক মুত্তাকী। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা গর্ব যে, আমি সৈয়্যদ বা মুঘল বা পাঠান বা শেখ বংশের সদস্য। যদি অভিজাত বংশের সদস্য হওয়ার কারণে কেউ গর্ব করে তাহলে এই গর্ব সম্পূর্ণ বৃথা। মৃত্যুর পর সকল জাতিগত গর্ব শেষ হয়ে যায়। খোদা তা'লার নিকট জাতীয়তার কোন মূল্য নেই এবং কোন ব্যক্তি নিছক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হবার কারণে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। মহানবী (সা.) তার কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, হে ফাতেমা! তুমি নবীর দুহিতা হওয়া নিয়ে গর্ব করোনা। আল্লাহ্ তা'লার নিকট বংশমর্যাদার কোন মূল্য নেই।অতএব, যেখানে হযরত ফাতেমা (রা.)'র জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে আর কে এর বাহিরে থাকতে পারে? সেখানে (পরকালে) যে মর্যাদা লাভ হয় তা তাক্বওয়ার মাপকাঠিতে লাভ হয়। বিভিন্ন গোত্র ও জাতিগত বিভক্তি কেবল জাগতিক পরিচয় ও ব্যাবস্থাপনার খাতিরে। খোদা তা'লার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসা তাক্বওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় এবং শুধুমাত্র তাক্বওয়া-ই উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হয়ে থাকে। কেউ যদি সৈয়্যদ বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টান হয়ে মহানবী (সা.)-কে গালমন্দ করে এবং খোদা তা'লার আদেশসমূ হের অবমাননা করে, তবে কি কেউ বলতে পারবে যে, সেই ব্যক্তি মহনবী (সা.)-এর বংশোদ্ভূত হবার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *'ইন্নাদ দ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম'* (সূরা আলে ইমরান: ২০)। আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রকৃত ধর্ম, যেটি মুক্তির কারণ, সেটি হল ইসলাম। যদি কেউ খ্রিষ্টান, ইহুদি অথবা আর্য হয়ে যায় তবে সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়। খোদা তা'লা বংশীয় ও জাতীয় বৈষম্য পদদলিত করেছেন। পরিচয় ও জাগতিক ব্যবস্থাপনার খাতিরে গোত্রীয় ব্যবস্থা মাত্র । তবে আমরা গভীর প্রণিধান করে দেখেছি যে, খোদাতা'লার নিকট যে মর্যাদা লাভ হয় তার মূল কারণ তাক্বওয়া। যে ব্যক্তি খোদভীরু, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। খোদা তা'লা এমন ব্যক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে একজন মুত্তাকী ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে সম্মানিত। অতঃপর এই যে তিনি বলেছেন, اِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰہُ مِنَ الۡمُتَّقِیۡنَ (সূরা আল্ মায়েদা: ২৮)। অর্থাৎ, কর্ম ও দোয়া মুত্তাকীদেরই গৃ হীত হয়। এটি বলেন নি যে, 'মিনাস সাইয়্যেদিন' (অর্থাৎ সৈয়্যদদের কাছ থেকে গৃহীত হবে)। আরেক স্থানে মুত্তাকীদের সম্পর্কে বলেছেন, مَنۡ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجۡعَلۡ لَّہٗ مَخۡرَجًا ۔ وَّیَرۡزُقۡہُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُ (সূরা আত্ তালাক: ৩-৪)। অর্থাৎ মুত্তাকী প্রত্যেক দুঃখ কষ্টের পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। তাকে এমন স্থান থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করা হয় যার ধারণাও তার থাকে না। এখন বল, এই অঙ্গীকার সৈয়্যদদের সাথে করা হয়েছে নাকি মুত্তাকীদের সাথে? এরপর বলা হয়েছে, মুত্তাকীরাই আল্লাহ্ তা'লার ওলী বা বন্ধু হয়ে থাকে। তিনি (আ.) আরও বলেন, প্রকৃতপক্ষে মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'লার ওলী (তথা বন্ধু) হয়ে থাকে। সৈয়্যদদের জন্য এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় নি। বেলায়েতের তুলনায় উচ্চ মর্যাদা আর কী হতে পারে? এবং তা-ও মুত্তাকীরাই লাভ করেছে। অনেকে বেলায়েতকে নবুয়্যতের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছে আর বলে যে, নবীর বেলায়াত তার নবুয়্যতের চেয়ে বড়। নবীর সত্তা প্রকৃতপক্ষে দুটি জিনিসের মাধ্যমে গঠিত তথা নবুয়্যত এবং বেলায়েত। নবুয়্যতের মাধ্যমে (নবী) সেই বিধিবিধান এবং শরীয়ত মানুষকে প্রদান করে এবং বেলায়েত খোদা তা'লার তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ فِیۡہِ هُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ। একথা বলেন নি যে, 'হুদাল্লিস সাইয়্যেদীন'। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা তাক্বওয়া (দেখতে) চান। তবে হ্যাঁ, সৈয়্যদরাতাক্বওয়ার দিকে ধাবিত হওয়ার অধিক মুখাপেক্ষী কেননা তারা মুত্তাকীদের সন্তান। তাদের জন্য আবশ্যক তাক্বওয়া অবলম্বনে সচেষ্ট হওয়া, এমন নয় যে সৈয়্যদ হওয়াতাদেরকে কোনো মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করছে।তিনি (আ.) বলেন, তাই তাদের জন্য আবশ্যক হল, সৈয়্যদদের অধিকারের নামে খোদা তা'লার সাথে বিবাদ করার পরিবর্তে তাদের সর্বাগ্রে বয়আ'ত করা উচিত। তিনি (আল্লাহ্) যাকে ইচ্ছা (নিজ মনোনয়ন) প্রদান করেন। ذٰلِکَ فَضۡلُ اللّٰہِ یُؤۡتِیۡہِ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰہُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِیۡمِ (সূরা জুমা:৫) । তাদের এ কথাটি ইহুদীদের কথার সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা বলে, বনী ইসমাঈল কেন নবুয়্যত লাভ করেছে? তাদের জানা নেই- تِلۡکَ الۡاَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیۡنَ النَّاسِ (আলে ইমরান: ১৪১)। কেউ খোদা তা'লার বিরোধিতা করলে সে তো মরদূদ বা প্রত্যাখ্যাত। উক্ত আয়াতের অর্থ হল, এসব দিন আমরা মানুষের মাঝে অদল-বদল করে থাকি। এটি আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত। তিনি (আ.) বলেছেন, কেউ আল্লাহ্র বিরুদ্ধে দাড়ালে সে প্রত্যাখ্যাত । আল্লাহ্র কাছে সবাই জবাবদিহি করতে বাধ্য কিন্তু আল্লাহ্ জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৩-৩৪৫)

তার (আ.) দাবীর বিষয়ে আপত্তির জবাবে তিনি (আ.) বলেন, 'মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত হলেন এবং তিনি (নবুয়্যতের) দাবী করলেন, সমসাময়িক সমাজে অনেকের দৃষ্টিতে বহু ইহুদী আলেম মুত্তাকী এবং ধর্মভীরু হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু তারা খোদা তা'লার দৃষ্টিতেও মুত্তাকী হবে- এটি আবশ্যক নয়। খোদা তা'লা তো ঐসকল মুত্তাকীর কথা বলছেন যারা তাঁর দৃষ্টিতে তাক্বওয়াপরায়ন এবং নিষ্ঠাবান। তারা যখন মহানবী (সা.)-এর দাবী শুনল, লোকদের মাঝে তাদের যে সম্মান ও প্রভাব ছিল তাতে ঘাটতি আসতে দেখে দম্ভের সাথে (গ্রহণ করতে) অস্বীকার করল এবং সত্য মানা পছন্দ করে নি। এখন দেখো! লোকদের দৃষ্টিতে তারাও তো মুত্তাকী বলেই বিবেচিত ছিল কিন্তু তারা প্রকৃত মুত্তাকী ছিল না।

প্রকৃত মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যার সম্মান ধুলিস্যাৎ হলেও এবং হাজার লাঞ্ছনার মুখোমুখী হলেও আর প্রাণ নাশের আশংকা থাকলেও এবং ক্ষুধা ও অনাহারের অবস্থা আসলেও সে আল্লাহ্ তা'লার ঐ সকল ক্ষতি সহ্য করে কিন্তু সত্যকে কখনও গোপন করে না। 'মুত্তাকী' শব্দের অর্থ অদৌ তা নয় যা বর্তমান যুগের মৌলবীরা আদালতে বর্ণনা করে অর্থাৎ কথা-কাজে মিল না থাকলেও আর সে মিথ্যা বললেও আর চুরি করলেও যদি সে ব্যক্তি মৌখিকভাবে মানে তাহলে সে মুত্তাকী। অর্থাৎ বুলিসর্বস্ব মুসলমানহওয়ার দাবী করাই তাক্বওয়া নয়। তাক্বওয়ার অনেক স্তর আছে আর যতক্ষণ পর্যন্ত তা পূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্য ন্ত মানুষ পরিপূর্ণ মুত্তাকী হয় না।

প্রত্যেক জিনিস তখনই কার্যকর হয় যখন তার সম্পূর্ণটা ব্যবহার করা হয়। যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষুধা ও পিপাসা লাগে তাহলে এক টুকরো রুটি এবং এক ফোঁটা পানি দ্বারা তার পেট ভরবে না। [মৌলবীরা নিজেদের জ্ঞানের বহর জাহির করে- এটি তাক্বওয়া নয়। তাক্বওয়া তো কর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। কাউকে মৌলবী বললে অথবা বড় আলেম হলেই তাক্বওয়া সৃষ্টি হয়ে যায় না।]তিনি (আ.) বলেন, কোন ব্যক্তির যদি ক্ষুধা এবং পিপাসা লাগে তাহলে এক টুকরো রুটি এবং এক ফোঁটা পানি খেলেই তার পেট ভরবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রাণে বাঁচবে না যতক্ষণ না সে পরিপূর্ণরূপে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। তাক্বওয়াও ঠিক তেমন-ই অর্থাৎ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তা পূর্ণরূপে সব দিক দিয়ে অবলম্বন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত মুত্তাকী হতে পারে না। একথাটিকে যদি সঠিক মনে না করা হয় তাহলে আমরা একজন কাফেরকেও মুত্তাকী বলতে পারি কেননা তাক্বওয়ার কোনো না কোনো দিক তথা গুণাগুন তার মাঝে তো থাকবেই। কোনো না কোনো পুণ্যকর্ম তো সে করেই- কিন্তু এতে সে মুত্তাকী হয়ে যায় না। আল্লাহ্ তা'লা শুধুমাত্র অমানিসা দিয়ে কাউকে সৃষ্টি করেন নি। এটি হতে পারে না যে এক ব্যক্তির মাঝে কেবল পাপই সৃষ্টি করেছেন, ভাল গুনাবলীও রয়েছে। কিন্তু এ পরিমান তাক্বওয়া কোন কাফেরের মাঝে থাকলেও তা তাকে কোনভাবে লাভবান করবে না। যথেষ্ট পরিমান থাকতে হবে যাতে হৃদয় আলোকিত হবে। যেরূপ পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহরও প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হবে আর বান্দারও প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হবে, সর্ব প্রকার গুণাবলী তাদের মাঝে থাকবে।তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হলে সর্ব প্রকার পাপ থেকে মানুষ যেন মুক্ত থাকে। এমন অনেক মুসলমান রয়েছে যারা বলে থাকে, আমরা কি রোযা রাখি না, নামায পড়ি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসব কথা দ্বারা তারা মুত্তাকী হতে পারে না। তাক্বওয়া ভিন্ন জিনিস। যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ খোদা তা'লাকে প্রধান্য না দিবে আর প্রত্যেক সম্পর্ক- তা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক

হোক বা জাতিয় অথবা বন্ধু কিংবা শহরের নেতৃবৃন্দের সাথে হোক; আল্লাহ তা'লার ভয়ে তা ছিন্ন না করবে আর আল্লাহ তা'লার খাতিরে সর্বপ্রকার বঞ্চনা সহ্য করতে প্রস্তুত না থাকবে ততক্ষন পর্য ন্ত সে মুত্তাকী হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে যেসব বড় বড় প্রতিশ্রু তি মুত্তাকীদের দেওয়া হয়েছে তা এমন মুত্তাকীদের জন্য যারা যথাসাধ্য তাক্বওয়ার মানে উপনীত হওয়ায় সচেষ্ট। মানবীয় শক্তি সামর্থ্য যতটা তাদের ছিল সে অনুযায়ী তারা সর্বদা তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি তাদের শক্তি সামর্থ্যের ঘাটতি দেখা দেয় তখন তারা খোদা তা'লা কাছে আরো শক্তি যাচনা করে যেমনি কি-না"ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন" থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইয়্যাকা না'বুদু অর্থা ৎ আমরা তো নিজ সাধ্য অনুযায়ী কাজ করেছি আর সামান্যও অলসতা করিনি। ইয়্যাকা নাসতাইন অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য তোমার কাছে নতুন শক্তি যাচনা করি। যেভাবে কবি হাফেয সিরাজী বলেছেন,

"مابدا ں منزلِ عالی نتوانیم رسید ہاں اگر لطفِ شما پیش نہد گامے چند"

(উচ্চারণ: মা বেদান মনযিলে আলী নাতাওয়ানীম রাসীদ, হাম মাগার পিশ নেহাদ লুতফে শুমা গামী চান্দ) অর্থাৎ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সুউচ্চ মর্যাদায় উপনীত হতে পারব না যতক্ষণতোমার অনুগ্রহ আমাদের সাথে না থাকবে।

"অতএব, ভালোভাবে স্মরণ রাখবে, খোদা তা'লার কাছে মুত্তাকী হওয়া এক জিনিস আর মানুষের কাছে মুত্তাকী হওয়া আরেক জিনিস। হযরত মসীহ (আ.)-এর যুগে যেসব বিরোধী দল প্রভৃতি সৃষ্টি হত তার কারণও এটিই ছিল অর্থাৎ সাধারণ ইহুদীদের দৃষ্টিতে যারা স্বীকৃত ছিল এবং (যাদেরকে) মুত্তাকী ও পুণ্যবান মনে করা হত তারাই ছিল বিরোধী। যদি তারা বিরোধী না হত তাহলে বিভিন্ন দল গঠিত হত না।মহানবী (সা.)-এর যুগেও ছিল একই অবস্থা। আত্মশ্লাঘা, কৃপনতা, লোক দেখানো ও কপটতা প্রদর্শন এবং বড় লোকদের চাটুকারিতার মত বিষয়াদি ছিল যা তাদেরকে সত্য গ্রহণে বাধা দিয়ে রেখেছিল। মোটকথা, তাক্বওয়া এক কঠিন বিষয় যাকে আল্লাহ তা'লা তা প্রদান করে থাকেন তার লক্ষণাবলীও সৃষ্টি করেন। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সত্য যখন প্রকাশিত হয় তখন সেটিকে যে বিনাকারণে প্রত্যাখ্যান করে আর যৌক্তিক ও শাস্ত্রগত দলিল-প্রমাণাদি এবং খোদা তা'লার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখান করে- সে কীভাবে মুত্তাকী হতে পারে? প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সত্য যখন প্রকাশিত হয় তখন সেটিকে যে অযথা বিনা কারণে প্রত্যাখ্যান করে আর যুক্তিসঙ্গাত ও অকাট্য দলিল প্রমাণাদী এবং খোদা তা'লার নিদর্শনসমূহকে অমান্য করে- সে কখনও মুত্তাকী হতে পারে না। মুত্তাকীর খোদার ভয়ে ভীত ও কম্পিত থাকা উচিত।"

নিজের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, জগতে কি এমন কখনও ঘটেছে যে, চব্বিশ বছর যাবত একজন মানুষ রাতে পরিকল্পনা সাজায় আর সকালে খোদা তা'লার প্রতি আরোপ করে বলে যে,এই ওহী ইলহাম আমি লাভ করেছি আরখোদা তা'লাও তাকে পাকড়াও করেন না? এভাবে তো জগতে নৈরাজ্য ছেয়ে যাবে আর সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। মুত্তাকী তো একটি বিষয় থেকেই উপকৃত হতে পারে আর এখানে তো হাজার হাজার (নিদর্শন) রয়েছে। যুগও একজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, হাদীসসমূহে মিনকুম মিনকুম বলছে, সুরা নূরেও মিনকুম লিখিত আছে । পাষাণ হৃদয় নিয়ে পশুর মতো যে জীবন কাটানো হচ্ছে- তা ভিন্ন একটি লক্ষণ, আবারবলতো যে, শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আসেন- এখন (এই শতাব্দীরও) ২২বছর পার হয়ে গেছে। এটি তখনকার কথা যখন (এই) বিবৃতি দিচ্ছিলেন।চন্দ্র-সূর্যগ্রহণও হয়ে গেছে। প্লেগের প্রাদুর্ভাবও ঘটেছে, হজ্জও বন্ধ হয়েছে। এসব বিষয় দেখার পর এখনও যদি এরা না মানে তাহলে আমরা কীভাবে মানতে পারি যে, এদের মধ্যে তাক্বওয়া আছে। এগুলো অ-আহমদীদের, যারা মুত্তাকী ও নেক হওয়ার দাবি করে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া নিয়ে মাতামাতি করে তাদেরকে (তিনি) এই উত্তর দিয়েছেন। এভাবে তারা (সরলমনা) লোকদেরও উত্তেজিত করে (এবং) তাদেরও নষ্ট করছে।

তিনি (আ.) বলেন, আমরা বার বার বলেছি; আসো এবং যেসব বিষয়ে তোমাদের প্রশ্ন করার অধিকার আছে তা করো। কিন্তু এটি হবে না যে, পবিত্র কুরআন কিছু বলবে আর তোমরা ভিন্ন কিছু বলবে, আর এমন বক্তব্য উপস্থাপন করবে যা এর (অর্থাৎ কুরআনের)পরিপন্থী। ঈসা (আ.) স্বশরীরে আকাশ থেকে নেমে আসবেন বলে বিশ্বাস করো অথচ এটি তখনই সঠিক সাব্যস্ত হতে পারে যদি প্র থমে (আকাশে) গিয়ে থাকেন। কুরআন ঈসার মৃত্যুর ঘোষণা দেয় অথচ এরা বলে, ছাদ ভেঙ্গে আকাশে চলে গেছে। একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস পরিত্যাগ করে কুসংস্কারের পেছনে চলাই কি তাক্বওয়া। সত্যিকার তাক্বওয়ার পরিচয় কুরআন থেকে জানা যায় যে, দেখ! তাক্বওয়াশীল বা মুত্তাকীরা কি কাজ করেছে।"

(মালফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৬-৭৭)

তাক্বওয়ার বরাতে জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে [তিনি (আ.)] বলেন, মুত্তাকীদের ওপর খোদার এক বিকাশ ঘটে, তারা খোদার ছায়া বা আশ্রয়ে থাকে, কিন্তু শর্ত হল, খাঁটি তাক্বওয়া হতে হবে আর এতে শয়তানের কোন অংশ যেন না থাকে, নতুবা খোদা তা'লা শির্ ক পছন্দ করেন না। কিছু অংশ যদি শয়তানের হয় তাহলে খোদা তা'লা বলেন, পুরোটাই শয়তানের। [তিনি (আ.)] বলেন, আমরা আমাদের জামাতকে বলছি, তারা যেন কেবল এতটুকু নিয়েই অহংকার না করে যে, আমরা নামায-রোযা পালন করি অথবা বড় বড় অপরাধ অর্থাৎ, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি করি না। এসব বৈশিষ্ট্যে তো অধিকাংশ অ-আহমদী দলের লোক, মুশরিক প্রমুখরা তোমাদের সমঅংশীদার। অর্থাৎ, এসব কাজ তারাও করে না।তাক্বওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তা অর্জন করো। খোদার মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে স্থান দাও। যার কর্মের মধ্যে সামান্য পরিমানও লোক-দেখানো ভাব থাকে খোদা তা'লা তার কর্মকে তার মুখেই ছুড়ে মারেন। লোক-দেখানোর জন্য কোন কাজ করো না।মুত্তাকী হওয়া কঠিন কাজ। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি তোমাকে বলে, তুমি কলম চুরি করেছ- তাহলে তুমি কেন রাগ করো?কেউ ছোট কোন কথা বলে বসে যে, তুমি আমার কলম নিয়ে গেছ, তাহলে সে রাগান্বিত হয়- এটি মুত্তাকীদের চিহ্ন হয়, ধৈর্য ও উদ্যম প্রদর্শন করা উচিত। {তিনি (আ.)} বলেন, তোমার সংযম তো কেবলমাত্র খোদার খাতিরে, তাই রাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল। এই রাগ, এই ক্রোধের কারণ হল, (তোমার) আচরণ যথাযথ ছিল না, সত্যের পানে তোমার পদচারণা ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থেই মানুষের ওপর বহু মৃত্যু না আসবে সে মুত্তাকী হতে পারে না। বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন এবং এলহামও তাক্বওয়ার (একটি) শাখা। আসল বিষয় হল তাক্বওয়া। এজন্য তোমরা এলহাম এবং রুইয়ার পেছনে লেগে থেকো না বরং তাক্বওয়া অর্জনের চেষ্টায় রত হও। এটি দেখো না যে, অমুকের প্রতি এলহাম হয়েছে, অমু ক সত্য স্বপ্ন দেখেছে। বরং দেখ! তাক্বওয়া কাকে বলে? যে মুত্তাকী তার এলহামই সঠিক, আর তাক্বওয়া না থাকলে (তার) এলহামও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর মধ্যে শয়তানের অংশ থাকতে পারে। কারও এলহামপ্রাপ্তির বিষয়টি দ্বারা তার তাক্বওয়াকে শনাক্ত করো না বরং তার তাক্বওয়ার মানদণ্ডে তার এলহামকে যাচাই করো এবং বিবেচনা করো। সবদিক থেকে চোখ বন্ধ করে প্রথমে তাক্বওয়ার সোপান অতিক্রম করো। [তিনি (আ.)] বলেন, (পৃথিবীতে) যত নবী এসেছেন (তাদের) সবার উদ্দেশ্য ছিল তাক্বওয়ার পথ দেখানো। إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ কিন্তু পবিত্র কুরআন তাক্বওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথগুলো শিখিয়েছে। শ্রেষ্ঠ নবী শ্রেষ্ঠ উম্মতের দাবি রাখে। মহানবী (সা.) যেহেতু খাতামান্ নবীঈন (সা.) ছিলেন, একারণেই মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলো পরম মার্গে পৌঁছেছে। নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্টগুলো পরম মার্গে পৌঁছতেই (শরীয়ত বাহী) নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটে। যে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় এবং বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে চায় এবং অলৌকিক নিদর্শন দেখার বাসনা রাখে তার উচিত, নিজের জীবনকেও অসাধারণ বা অলৌকিক নিদর্শন দেখার যোগ্য করে গড়ে তোলা। দেখ! পরীক্ষাথীরা কঠোর পরিশ্রম করে, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত লোকদের ন্যায় অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই, তাক্বওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সব ধরণের কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। মানুষ যখন এপথে বিচরণ আরম্ভ করে তখন শয়তান তার ওপর বড় বড় আক্রমন করে কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে শয়তা ন অবশেষে ক্ষান্ত দেয়। এটি হল সেই সময় যখন মানুষের হীন জীবনের ওপর মৃত্যু এসে সে খোদার ছায়াতলে এসে যায়। আমাদের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত মর্ম হল, মানু ষের উচিত নিজের সকল শক্তি-সামর্থ ্য খোদার পথে লাগিয়ে দেওয়া।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বিভিন্ন আঙ্গিকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্য থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করেছি যাতে তাক্বওয়ার অর্থ এবং এর গভীরতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভ হয় আর আমরা, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাঁর জামাতভুক্ত হয়ে তাক্বওয়ার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে তা অনুসরণ করি। রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে যতটুকু সম্ভব আমাদের চেষ্টা করা উচিত, (আমরা যেন) তাক্বওয়ার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে আল্লাহ্‌র ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্র দানে সচেষ্ট হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

ঈদের দিন এই সংকল্প করা উচিত যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের বিষয়েও অনবরত চেষ্টা করতে থাকব এবং বান্দার অধিকার প্রদানের বিষয়েও নিরন্তর চেষ্টা করতে থাকব। তবেই আমাদের ঈদ প্রকৃত ঈদ হবে।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) কর্তৃক ২রা মে ২০২২ তারিখে প্রদত্ত ঈদুল ফিতর-এর খুতবার সারাংশ

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আজ আমাদেরকে ঈদ উদযাপন করার তৌফিক দিচ্ছেন। কিন্তু ভাল পোশাক পরিধান করা, ভাল খাদ্য খাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে বৈঠক করে খোশগল্প করে সময় কাটানোই একজন মোমেনের জন্য প্রকৃত ঈদ নয়। ঈদের নামায পড়ে মনে করে বসলাম যে ঈদের করণীয় শেষ তাই এখন যা কিছু করতে পারি, পুরো ছাড় রয়েছে। এদিন যোহরের নামাযেরও পড়ার কথাও মাথায় থাকল না অনুরূপভাবে আসর কিম্বা অন্যান্য নামায পড়ার কথাও। আর নামাযের কথা মাথায় এলেও দ্রুত জমা করে পড়ে নিলাম-একজন প্রকৃত মোমেন এভাবে ঈদ পালন করে না। কিছু লোক আছে যারা ঈদের নামাযও পড়ে না। আর ঈদের নামায শেষ হলে আয়োজন করে তৈরী হয়ে ঈদের অন্যান্য যে সব জৌলুস রয়েছে তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেন এটাই ঈদের উদ্দেশ্য। আমি শুধু কথার কথা বলছি না, বরং এমন মানুষ আমি দেখেছি যারা ঈদের নামাযও পড়ে না আর বলে ঘুম পেয়েছিল তাই শুয়ে পড়েছিলাম।

স্মরণ রাখা উচিত যে, ঈদের দিনটি বেশি বেশি ইবাদত করার দিন। সাধারণ দিনে পাঁচটি নামায ফরয আর ঈদের দিন ছয়টি নামায ফরয। এমনকি মেয়েদেরকেও ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যাদের কি না তাদের বিশেষ দিনগুলিতে নামায থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, ঈদের দিনের অনেক বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। ঈদের দিন শুধু একটি উৎসব উদযাপনের জন্য একত্রিত হওয়ার দিন নয়। বরং এই দিনটিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা সাধারণ দিনের থেকে ভালভাবে পালন করা জরুরী। নিজেদের ইবাতকেও সঠিক অর্থে পূর্ণ জরুরী আর বান্দাদের অধিকার দেওয়াও জরুরী। এই দিনটিতে এই সংকল্প করা উচিত যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রে অনবরত চেষ্টা করে যাব আর মানুষের অধিকার প্রদানের জন্য অনবরত চেষ্টা করে যাব। তবেই আমাদের ঈদ প্রকৃত ঈদ হবে। অতএব এমন ঈদ অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই অধিকারগুলি প্রদানের জন্য কুরআনন করীমের একাধিক স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আজ যদি আমরা ঈদের দিনে এই সংকল্প করি যে, এই সকল অধিকার সমূহ এবং কর্তব্যাবলী প্রদানের প্রতি মনোযোগী হই এবং ভবিষ্যতে সেগুলিকে আমরা নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করি, যে সম্পর্কে আমি সাধারণত বিগত জুমআর খুতবাগুলিতে উল্লেখ করে থাকি, তাহলে আমরা রমযানের উদ্দেশ্য অর্জন করেছি আর ঈদ উদযাপনের উদ্দেশ্যও পেয়ে গেছি।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ কিছু কর্তব্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর যারা এই কর্তব্যগুলি পালন করে না, যারা অহংকারী এবং মিথ্যা আস্ফালনকারী, তাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। অতএব, যাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না,তাদের না আছে ধর্ম না আছে জাগতিকতা। আঁ হযরত (সা.) একবার অত্যন্ত কঠোর ভঙ্গিতে বলেন- 'যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকার বিদ্যমান, আল্লাহ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবেন না।' এক ব্যক্তি নিবেদন করল, মানুষ ভাল কাপড়, ভাল জুতো পরতে চায়। সে চায় নিজেকে সুন্দর দেখাক। এটা কোন পর্যায়ের মধ্যে পড়বে। আঁ হযরত (সা.) বললেন, এটা অহংকার নয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজেও সুন্দর আর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তিনি (সা.) বলেন, মানুষের প্রাপ্য অধিকার দিতে অস্বীকার করা, মানুষকে তুচ্ছ মনে করা, হেয় দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা- এগুলি অহংকার। অতএব, ঈদের দিন ভাল পোশাক পরিধান করে প্রস্তুত হওয়া,সুগন্ধি ব্যবহার করা= এগুলি আল্লাহ্ পছন্দ করেন, কিন্তু এগুলিকে গর্ব ও অহংকারের মাধ্যম তৈরী করা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। এই আয়াতে এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অহংকারী এবং আস্ফালনকারীকে পছন্দ করেন না। এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারও রয়েছে আর বান্দার অধিকারও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা হল আল্লাহ্র অধিকার। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা এবং এক্ষেত্রে কাউকে তাঁর শরিক না করা নিঃসন্দেহে তাঁর অধিকার কিন্তু এর থেকে শেষমেশ বান্দা-ই উপকৃত হয়। লোকে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ্ তা'লার এতে লাভ কিসের? আল্লাহ্র এতে কোনও লাভ নেই। নামায, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং যিকরে ইলাহি আমাদেরই কাজে আসে আর আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এর প্রতিদান দেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)এর সমীপে নিবেদন করে যে, হে রসুলুল্লাহ! আমাকে এমন কোনও কাজ বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নামকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আঁ হযরত (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না, নামায পড়, যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর। অর্থাৎ আত্মীয়দের সঙ্গে স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ কর।' অতএব, দেখুন কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদান দিচ্ছেন। পৃথিবীতেও প্রতিদান দিচ্ছেন আবার পরকালেও জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।

আরও একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র কারণে দুই ঈদের রাত্রিতে ইবাদত করবে তাঁর হৃদয়কে চিরকাল জীবিত রাখা হবে। কত বড় সুসংবাদ! আল্লাহ্ তা'লার কারণে ইবাদত করলে চিরকালের জন্য পুরস্কার লাভ হচ্ছে। অতএব, ঈদ কেবল আনন্দ উদযাপনের নাম নয়। বরং ঈদের রাত্রির ইবাদতের মাধ্যমে হৃদয় জীবিত করার নাম। যার ফলে এক শ্বাশত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হয়। যারা মনে করে যে, রমযান শেষ হয়ে গেল এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাব (তারা ভুল ভাবছে)। রমযান শেষ হয়ে ঈদ উদযাপন করাকে নিজেদের ইবাদত থেকে অব্যহতি লাভ বা ইবাদতে অলসতা করা অনুমতি পত্র বলে মনে করা উচিত নয়। একমাত্র ইবাদতই আমাদের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী করার নিশ্চয়তা দান করবে। আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করানোর পর এই আয়াতে হুকুকুল ইবাদ আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়াতের পর পিতামাতার সব থেকে বড় অনুগ্রহ রয়েছে যারা তোমাদের প্রতিপালন করেছেন। এটি এমন এক অনুগ্রত যার প্রতিদান আমরা কখওন শোধ করতে পারব না। এখানে পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহের বলতে বোঝানো হয়েছে তাদের প্রতি সব সময় নম্র হয়ে কথা বল। তাদেরকে সম্মান কর। আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন- ..... তাদেরকে উফ পর্যন্ত বলবে না। অতএব, মোমেনদেরকে তাদের মাতাপিতার প্রতি এমন আচরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রিযকে স্বচ্ছলতা চায় বা দীর্ঘায়ু লাভ করতে চায় আর লোকে তাকে স্মরণ করুক, তার উচিত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়সজন কিম্বা শশ্বরবাড়ির পক্ষের আত্মীয়সজনদের বিষয়ে যত্নবান থাকা উচিত। যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, তাদের উচিত ঈদের আনন্দে আত্মীয়সজনদেরকে যুক্ত করে নেওয়া ।এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে এসে নিবেদন করল, আমি আত্মীয়সজনদের প্রতি সদাচারী হলেও তারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেয়। এমতাবস্থায় আমার কি করণীয়? আঁ হযরত (সা.) বললেন- তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তবে তুমি এমনটাই কর। তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। এটি তাদের উপর তোমার অনুগ্রহ। আর যখন তুমি তাদের প্রতি এই আচরণ করতে থাকবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সাহায্য করবেন। অতএব পুণ্যকর্ম করা আমাদের কাজ আর ঈদের প্রকৃত আনন্দ তখনই সার্থকতা পাবে মানুষ যখন এই পুণ্যকর্ম কোনও প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই অব্যাহত রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথাও আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, কিছু ব্যক্তি তাদের স্ত্রীদেরকে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বাধা দেয়। এমনকি মাতাপিতার সঙ্গেও সাক্ষাত করতে দেয় না। এমন কাজ নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। যদি আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে হয় আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভকারী হতে হয় তবে এই সব বৃথা বিষয়গুলিকে বর্জন করতে হবে।

অতঃপর হুকুকুল ইবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'লা বলেন- অনাথ ও অভাবীদের প্রতি যত্নবান হও। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার প্রতি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নিজে কোনও অনাথকে না জানলেও জামাতের অনাথ তহবিলে উৎসাহসহকারে অংশগ্রহণ করা উচিত। ঈদের আনন্দে অনাথদেরকেও যুক্ত করে নিন। আঁ হযরত (সা.) অনাথদের

এরপর শেষের পাতায়.....

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

১০ই নভেম্বর, ২০১৩

টোকিওতে সাংবাদিক সম্মেলন এবং একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

টোকিওর কন্টিনেন্টাল হোটেলে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিবর্গ ছাড়াও অন্যান্য কিছু জাপানী অতিথিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের সংখ্যা ছিল ৬৪ জন যাদের মধ্যে চুগাই নিপ্পো এবং ইউমিউরি পত্রিকা তিন জন সাংবাদিকও ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন দুইজন সাংসদ, সাতটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদর, শিন্তো মন্দিরের প্রধান, প্রফেসর, ডাক্তার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জামাতের রীতি অনুযায়ী কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতঃপর জাপানী ভাষায় তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলি অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়।

আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের মধ্যে প্রধান বরিষ্ঠ সাংসদ ড: জিমি শোযাবুরুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৩৮ বছর জাপানের সাংসদ হিসেবে সেবারত থেকেছেন এবং অর্থমন্ত্রী এবং ডাক পরিষেবা বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে সেবারত ছিলেন। তিনি হুযুরের ঠিক পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন।

তিনি নিজের ভাষণে বলেন: আজ হুযুরের পাশে আসন পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের কারণ।আর হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমি নিজেকে ভীষণ সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি।

তিনি বলেন: জাপানের ভূমিকম্প এবং সুনামির পর আমি যখন পরিদর্শন করার সময় হঠাৎ কে স্কুলে যাই, সেখানে দেখি জামাতে আহমদীয়া হিউম্যানিটি ফার্স্ট শিবির করেছে। আর বুঝতে পারি যে এরাই সবার প্রথমে উদ্ধার কার্যে এগিয়ে এসেছে। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রশংসনীয় ছিল। আজ আমি হুযুর আনোয়ারের সমীপে বিশেষ করে এইজন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি যে, জামাত আহমদীয়া সেই বিপদের সময় আমাদের অনেক সেবা করেছে।

তিনি বলেন: ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এবং ক্যাপিটাল হিলের হুযুরের দেওয়া ভাষণগুলি পড়েই তাঁর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই কারণে আমি হুযুরকে বিমান বন্দরে প্রোটোকল দেওয়ার জন্য আমিও নিজের তুচ্ছ প্রচেষ্টা টুকু করতে চেয়েছি। যেহেতু আমি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রালয়ে পদে ছিলাম, তাই আমি জানতাম যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদেরকে কিভাবে প্রোটোকল দিতে হয়। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯৫১ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যাতে জাপানের উপর বিভিন্ন কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছিল। সেই সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার মহম্ম জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব জাপানের পক্ষে একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। তিনি সেই বক্তব্যে বলেছিলেন, 'চুক্তি এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে জাপানের প্রতি সুবিচার বাঞ্ছনীয়। এর মূলে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা যেন নিহিত না থাকে। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে জাপান সারা বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী দেশ হয়ে উঠবে। তিনি জাপানের মুক্তি এবং অগ্রযাত্রায় অনন্য অবদান রেখেছেন।

তিনিও আরও বলেন: আজ আমি জাপানের একজন মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেননা তিনি জামাত আহমদীয়ারই এক নিষ্ঠাবান সদস্য ছিলেন আর তিনি জামাতের হয়ে অনেক কাজ করেছেন।

তিনি নিজের ভাষণের শেষে বলেন: আমি হুযুরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এখানে উপস্থিতি হয়ে হুযুরকে জাপানে স্বাগত জানাতে ভীষণ আনন্দ অনুভব করছি।

এরপর সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে হুযুরকে বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়।

সাংবাদিকের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর পদমর্যাদা সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্টের সমষ্টি বাইবেলকে আমরা খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করি। খৃষ্টধর্মে হযরত ঈসা (আ.)কে নবীর উর্ধ্বে খোদার মর্যদা দান করা হয়েছে। আর ইসলাম হযরত ঈসা (আ.)কে একজন নবী হিসেবে মান্য করে। যেভাবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিতে নবীগণ এসেছেন, অনরূপভাবে হযরত ঈসাও এসেছেন। দুই ধর্মের মাঝে মূলত এটিই পার্থক্য। আমরা হযরত ঈসাকে সেই পদমর্যাদা দিই যা একজন মানুষকে তথা খোদার প্রিয়ভাজনকে দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মতানৈক্য সত্ত্বেও আমরা সারা বিশ্বে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত পদমর্যাদা বর্ণনা করে থাকি। তবু খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মুসলমানদের সেই মতবিরোধ নেই যা অতীতে ছিল। এখন তো খৃষ্টধর্মেও একাধিক সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে যারা একথা উপলব্ধি করে নিয়েছে যে হযরত ঈসা (আ.) খোদার সমকক্ষ নন।

হুযুর আনোয়ার একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন: বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বনী ইসরাঈল জাতির সংশোধনের জন্য এসেছিলেন, যারা বারোটি গোত্রতে বিভক্ত ছিলেন আর যাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে আসার কথা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি হযরত ঈসা স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, তিনি বারোটি গোত্রের সংশোধনের জন্য এসেছেন। তাই তিনি খোদা এমন বিশ্বাস বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকেও বাতিল প্রমাণিত হয়। আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে বাইবেল পড়েন তবে আপনি জেনে যাবেন যে, তিনি বারোটি গোত্রের জন্য এসেছিলেন। তাই তিনি খোদা ছিলেন না।

প্রশ্ন: মুসলমান এবং খৃষ্টান উভয় জাতি কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা খুব ভাল কথা। এ সম্পর্কে কুরআন করীমে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- 'তুমি বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান- আমরা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারাও ইবাদত না করি এব তাঁহার সহিত কোনও কিছুকেই শরীক না করি এবং যে আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু স্বরূপ গ্রহণ না করে।

' (আলে ইমরান: ৬৫)

হুযুর আনোয়ার বলেন: সকলেই একথা বিশ্বাস করে যে এই বিশ্বাস ব্রহ্মাণ্ডের একজন খোদা রয়েছেন যিনি যিনি সকল শক্তির অধিকারী। তাই এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এক খোদার উপর প্রত্যেক ধর্মকে একত্রিত হওয়া উচিত আর অন্যান্য ধর্মীয় মতানৈক্য দূর করা উচিত। ধর্ম হল মানুষের অন্তরের বিষয়। খোদা তা'লা বলেছেন- 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'। অর্থাৎ ধর্মের বিষয়ে কোনও জোরজবরদস্তি নেই. এক্ষেত্রে সকলে স্বাধীন।

যেহেতু সমস্ত ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে, তাই সমস্ত ধর্মকে এক খোদার ইবাদত করার বিষয়ে উপর একত্রিত হওয়া উচিত। আর মানুষের সঙ্গে পরস্পর সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন করা উচিত।

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বিভিন্ন সময়ে এই প্রস্তাবই দিয়েছেন। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে 'তোহফায়ে কায়সারিয়া' নামে একটি পুস্তক রচনা করে রাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেন। এই পুস্তকে তিনি আঁ হযরত (সা.) এবং ইসলামের সত্যতার প্রমাণ এবং সেই নীতিমালার উল্লেখ করেন যা বিশ্ব শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হতে পারে। তিনি এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, অপরের ধর্মের বিষয়ে আপত্তি করার পরিবর্তে আমাদেরকে একে অপরের ধর্মের সম্মান করা উচিত। আর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত যে, কেউ যেন অপরের ধর্মের বিষয়ে আপত্তি না করে, যাতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে নিজের নিজের ধর্মের প্রচার করার অধিকার থাকে। যে গ্রহণ করতে চায় সে গ্রহণ করুক আর যে প্রত্যাখ্যান করতে চায় সে প্রত্যাখ্যান করুক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ জামাত আহমদীয়া পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে আর চতুর্দিকে এই বাণীই প্রচার করছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন- পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিতে নবী এসেছে। তাদের মধ্যেক কতকের কথা কুরআন করীমে কতকের কথা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

সামগ্রিকভাবে মোট এক লক্ষ চৌব্বিশ হাজার নবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জাতিতে নবী পাঠিয়েছেন। আমরা হযরত বৌদ্ধকে খোদার নবী হিসেবে স্বীকার করি। তাঁর পদমর্যাদা ঠিক তেমনই যেমনটি কোনও নবীর হয়ে থাকে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামে আল্লাহ্ শব্দটি কেবল খোদা তা'লার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার এমন এক নাম যাঁর মধ্যে সকল গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছে। আল্লাহ্ তা'লার অসংখ্য এবং অসীম গুণাবলী রয়েছে। আমরা কেবল তাঁর ৯৯ টি গুণাবলী সম্পর্কে অবগত। বা কিছু স্থানে ১০৪টি গুণাবলীর কথাও বর্ণিত হয়েছে।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে যা কিছু কাজ সংঘটিত হচ্ছে বা পরিবর্তন ঘটছে বা হতে পারে তা সবই খোদা তা'লার কোনও না কোনও গুণের অধীনে। তাই তৌহিদে, খোদা তা'লার একত্ববাদে এবং খোদা তা'লার গুণাবলীর মধ্যে কোনও সংঘাত নেই।

এখনই যে কুরআন করীমের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে সেখানেও খোদা তা'লার রহমান, রহীম, মালিক, কুদ্দুস, সালাম, মোমেন, খালিক, বারি, মুসাওবিরু প্রভৃতি গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। যদি তৌহিদ বা একত্ববাদের বিষয়ে কোনও প্রকার সংঘাত থাকত তবে খোদা তা'লার নিজের গুণাবলীকে কুরআন করীমে বর্ণনা করতেন না।

* একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ শরিয়ত। পরিপূর্ণ শরিয়ত সেটিই যার মধ্যে সমস্ত গুণাবলী পাওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস, কুরআন করীমে মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। এর অতিরিক্ত যা কিছু রয়েছে তা স্থানীয় রীতি রেওয়াজ। সেই সব রীতি রেওয়াজের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার যদি কোনও সংঘাত না ঘটে তবে তা অবলম্বন করতে অসুবিধে নেই। ইসলাম এই শিক্ষা দেয় না যে, মুসলমান বানানোর জন্য তোমরা এমন এমন বিষয় অবলম্বন করবে যা ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ এবং ইসলাম যার অনুমতি দেয় না।

ইসলাম নির্দেশ দেয় এক খোদার ইবাদত করার, একে অপরের অধিকার প্রদান করার- স্ত্রী তার স্ত্রীর অধিকার প্রদান করবে আর স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানের। এছাড়াও আর্থিক বিষয়ে লেনদেনের সময় একে অপরের অধিকার প্রদান এবং ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। ইসলাম শিক্ষা দেয়, কোনও জাতির শত্রুতা যেন তোমাদের কারো বিরুদ্ধে অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে; ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যদি নিজের বিরুদ্ধে, কিম্বা নিজের মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজনদের বিরুদ্ধেও সাক্ষী দিতে হয় তবু সাক্ষী দাও।

তাই আসল কথা হল খোদার অধিকার প্রদান কর এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদান কর। এই নীতির মধ্যে থেকে যদি দেশ ও সমাজের ঐতিহ্য, রীতি রেওয়াজ একত্ববাদ এবং এর শিক্ষার উপর প্রভাব না ফেলে তবে তা অবলম্বন করতে কোনও অসুবিধে নেই।

* একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জাপানী জাতির কিছু কিছু নৈতিকতা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের এবং ইসলাম সম্মত। যে সমস্ত মুসলমানেরা তবলীগ করছে, ইসলামের বাণী প্রচার করছে তাদের আচার আচরণ এবং নৈতিকতা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বিষয়কে গ্রহণ কর। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বিষয় তোমাদের হারানো সম্পদ, যেগুলি অর্জন করার চেষ্টা কর।

* সাংবাদিকের একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এ সম্পর্কে আমি প্রথমেই বলেছি। ,, অর্থাৎ তোমরা এই বিষয়ের উপর একত্রিত হওয়া আমাদের প্রত্যেকের মাঝে সমান। এক খোদার ইবাদত কর। আমরা সকলে খোদার সৃষ্টি। সৃষ্টি হওয়ার সুবাদে আমাদের সকলের এক হওয়া উচিত এবং একে অপরের সম্মান করা উচিত। আমরা সকলে একই খোদার মান্যকারী।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, বাইবেল শিক্ষা দেয়, যা তোমরা নিজের জন্য পছন্দ কর তা অপরের জন্যও পছন্দ কর। এর থেকে পারস্পরিক সম্পর্কের এক সুন্দর নীতি তৈরী হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামেও এই একই নীতি রয়েছে। অর্থাৎ যা তোমরা নিজের জন্য পছন্দ করা তা অপরের জন্যও পছন্দ কর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন- অপরের বেদনা তোমরা এমনভাবে অনুভব কর যেন নিজের বেদনা অনুভব করে থাক, তবেই তোমরা অপরের অধিকার প্রদান করতে পারবে এবং ইসলামী শিক্ষাকে নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করতে পারবে।

****

গত ২১ আগস্ট ২০২১, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গসংগঠন) জার্মানির ন্যাশনাল ইজতেমার সময়ে এর সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

হুযুর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রায় ১,৫০০ সদস্য (জার্মানির) ফ্রাঙ্কফুর্টের এফএসভি স্টেডিয়াম থেকে অনলাইনে এ সভায় যোগদান করেন। এবার দুই বছরের ব্যবধানে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল। কেননা, কোভিড-১৯ জনিত বিধিনিষেধের কারণে ২০২০ সালের ন্যাশনাল ইজতেমার আয়োজন করা সম্ভব হয় নি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ধর্ম ও সমসাময়িক সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযুর আকদাসকে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করে।

অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযুর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কাজ এবং দায়িত্ব তাঁর কাছে কঠিন মনে হয় কিনা।হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অবশ্যই, যদি আপনি নিজের কাজ যথাযথ যত্নের সাথে সম্পন্ন করেন, তবে এটি কঠিন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা একে সহজ করেন এবং কাজ সম্পন্ন হয়। প্রায় প্রতিদিন আমি সেই দিনের জন্য নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করতে সমর্থ হই। কিন্তু আমি তবুও চিন্তিত থাকি যে, আমি আমার ওপরে ন্যস্ত দায়িত্বের দাবিগুলো পূরণ করতে পারি কি-না, আর দুশ্চিন্তা করি যে, যদি আমি তা না করতে পারি, তবে আমি হয়ত বা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিতে নিপতিত হব। সুতরাং এদিক থেকে এটা কঠিন। অন্যথায় কেউ যদি তার ওপরে অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে চান, তার জন্য এটি কঠিন এবং এর জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।"

সভার শেষাংশে হুযুর আকদাস ইজতেমায় সমবেত হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ইজতেমা কেবল তখনই আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে, যদি আপনারা এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করেন। যদি কেউ নিজে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকেন, তবে তার কাজের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোদাতা'লা বলেন, 'আমি মানুষকে আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' একজন আহমদী মুসলমানের জানা উচিত, এটি তার জীবনের উদ্দেশ্য। তাকে খোদা তা'লার সাথে এক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে; আর তাই বিভিন্ন ইজতেমা, তরবিয়তী সভা-সমাবেশ এবং আপনাদের জলসা যা অদূর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এসব আয়োজনের উদ্দেশ্যই হল মানুষের নৈতিক, শিক্ষাগত ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। জ্ঞান লাভের পর, যদি আপনারা একে নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করেন এবং এর ওপর অনুশীলন না করেন, তবে এ সকল সভা-সম্মেলন আয়োজনে কোন লাভ নেই।"

জুলাই মাসে দেশের বিভিন্ন অংশে যে বন্যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে ক্ষতিগ্রস্ত জার্মানির মানুষের সেবায় খোদ্দাম যেভাবে নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করেছে, হুযুর আকদাস তার প্রশংসা করেন।হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সম্প্রতি জার্মানিতে বন্যার সময়, জার্মান খোদ্দাম নিষ্ঠাপূর্ণভাবে দেশের মানুষের সেবা করেছে এবং তারাও (দেশের মানুষ) আপনাদের প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন। সেই সকল খোদ্দাম, যারা এসকল কাজে অংশ নিয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করুন। মানুষের ওপর এর ভাল প্রভাব পড়েছে।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 26 May, 2022 Issue No. 21

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রতিপালনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– অনাথদের প্রতিপালনকারী এবং আমি জান্নাতে এভাবে একত্রে থাকব, যেভাবে হাতের দুটি আঙুল পাশাপাশি অবস্থান করে। অনুরূপভাবে সাহায্য করার জন্য জামাতে আরও অনেক তহবিল রয়েছে, যেমন বিবাহ সংক্রান্ত তহবিল, রুগীদের তহবিল, ছাত্রদের শিক্ষার জন্য তহবিল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে সামর্থ দান করেছেন, তাদের এগুলিতে অংশগ্রহণ করা উচিত।

এছাড়া ইসলাম বঞ্চিত ও অসহায়দের অধিকার রক্ষার কথাও বলে। অধীনস্তদের অধিকারের কথাও বলে। কোন অধিকারের বিষয়টি ইসলাম বাদ রেখেছে। অতঃপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন করীম একটি সুন্দর শিক্ষা বর্ণনা করেছে। সেই শিক্ষাটি হল সুবিচার এবং ন্যায় পরায়ণতার শিক্ষা। যেমন একস্থানে বলা হয়েছে, ন্যায় প্রতিষ্ঠাকল্পে এমনভাবে সত্য সাক্ষী দাও যে নিজের বা নিজের মাতাপিতা বা নিকট আত্মীয়সজনদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হলে দাও। এগুলি সেই সব কাজ যা আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করে থাকি। আর এগুলি পৃথিবীকে আমাদের জন্য জান্নাত বানিয়ে দেয়। ইসলাম যার শিক্ষা দেয় সেই প্রকৃত পুণ্য হল অপরের অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া, নিজের অধিকার লাভের জন্য পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়। একজন মোমেনের এই চেষ্টা থাকা উচিত তার উপর যেন কারো অধিকার পাওনা থাকে। এটিই মোমেনকে শোভা দেয়। এই কাজগুলিই আমাদের ঈদকে প্রকৃত ঈদে পরিণত করবে। কেবল একদিনের ঈদ নয়, বরং এমন ঈদ যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরস্থায়ী ঈদ হবে। তাছাড়া ঈদের সময় সমগ্র বিশ্বের বিষয়ে ভাবিত হওয়া উচিত, এর জন্য দোয়া করা উচিত। কেবল নিজেদের আনন্দতেই পরিতৃপ্ত হয়ে যাবেন না। বিশ্ব এখন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এর জন্য আমরা উদ্বিগ্ন এবং হওয়া উচিত। কেননা মানবতাকে রক্ষা করাও আমাদের কাজ।

তাই যেমনটি আমি বলেছি, অধিকার প্রদানের সঠিক ব্যুৎপত্তি লাভ করা এবং বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত করা, সেই শিক্ষার সন্ধান দেওয়া এবং নিজেরাও সেই শিক্ষা মেনে চলা – এগুলি তবলীগের নতুন পথ উন্মুক্ত করবে এবং বিশ্বের পরিত্রাণেরও মাধ্যম হবে। আমাদেরকে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।মানুষ খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশ্বকে কেবল একটি জিনিসই রক্ষা করতে পারে। আর তা হল সৃষ্টিকর্তা খোদার পরিচয় লাভ এবং তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন। বিশ্ববাসী এ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তাদেরকে সেই পথ দেখানোও আহমদীদের দায়িত্ব।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯৫৭সালের ২রা মে তারিখের ঈদের খুতবায় একথাই বর্ণনা করেছেন যে, বস্তুত সেটিই আমাদের ঈদ হতে পারে যা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) –এর ঈদ। যদি আমরা ঈদ উদযাপন করি আর মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ঈদ উদযাপন না করেন, তবে আমাদের ঈদকে মোটেই ঈদ বলা যাবে না। মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর ঈদ সিমাই বা মিষ্টি খেয়ে লাভ হয় না, বরং তাঁর ঈদ কুরআন ও ইসলামের প্রসারের মাধ্যমে লাভ হয়। যদি কুরআন ও ইসলাম প্রসারিত হয় তবে আমাদের ঈদে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)ও অংশগ্রহণ করবেন। তিনি (সা.) এই দেখে প্রীত হবেন, যে– উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছিলেন তা এখন তাঁর উম্মত প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। তাই চেষ্টা কর যেন ইসলামের প্রসার হয় এবং কুরআনের প্রসার হয় আর আমাদের ঈদে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)ও অংশগ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন যেন আমরা এমন ঈদের দৃশ্য প্রত্যক্ষকারী হই এবং এমন ঈদ অর্জনের জন্য নিজেদের সকল শক্তি এবং প্রচেষ্টা প্রয়োগ করি।

খুতবার শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন: দোয়াতে খোদার পথে বন্দীদের মুক্তির জন্য,শহীদদের পরিবারের জন্য এবং আর্থিক কুরবানী উপস্থাপনকারীদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রাণ ও সম্পদে অশেষ বরকত দিন। ওয়াকফে জিন্দগীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ওয়াকফের স্পৃহা বজায় রেখে এক উদ্দীপনা ও উৎসাহ সহকারে কাজ করার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ আমাদের তুচ্ছ প্রচেষ্ঠা অশেষ বরকত দান করুন এবং অচিরেই আমরা যেন ইসলাম এবং মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর বিজয় প্রতক্ষ্যকারী হই।

****

নামাজে মনোযোগ হারিয়ে ফেলে– এর অর্থ যে তার নামাজ নিচে পড়ে গেছে। তাই এখন তাকে এটি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, দাঁড় করাতে হবে। কায়ামে–এ–নামাজ এর অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখন কেউ কীভাবে নামাজ দাঁড় করাতে পারে বা প্রতিষ্ঠা করতে পারে? এর জন্য একজনের পুনরায় (নামাজে) মনোযোগ আনতে হবে। যদি নিয়ত বাঁধার পরে তুমি দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়তে থাকো এবং তোমার মনোযোগ একদম অন্যদিকে চলে যায়। এবং ২–৩ মিনিট পরে যখন তুমি বুঝতে পারো যে ওহ, আমি তো এটি পড়েছিলাম কিন্তু জানি না এখন কোথায় চলে গেছি, তখন পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করো। যখন এক নামাজে পাঁচ বার সূরা ফাতিহা পড়বে তখন পরবর্তী সময় থেকে নামাজে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে তোমার মনে থাকবে।

প্রশ্ন: কাযা নামায কখন আদায় করতে পারি?

উত্তর: নামাজ কাযা করার কি প্রয়োজন রয়েছে? এমন প্রশ্ন করাই ঠিক না। আসল কথা হচ্ছে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে যে, যখন কোন একটি কারণে নামাজ আদায় করতে পারলে না, মাগরিবের সময় পার হয়ে গেছে অথবা ফজরের সময়ও পার হয়ে গেছে। ফজর, মাগরিব এবং ঈশা এসব নামাজ পরবর্তীতে কাযা হিসেবে আদায় করা যাবে যদি এর পিছনে কোন বৈধ কারণ থাকে। ফজরের কাযা নামাজও পরবর্তী ফজরের সাথে কাযা হিসেবে পড়া যেতে পারে। কিন্তু এধরনের পরিস্থিতি সবসময় সৃষ্টি হয় না। হ্যাঁ যদি তুমি কখনো জঙ্গালে আটকে যাও; যেখানে অন্য কোন উপায় নেই তাহলে এটি একটি বৈধ কারণ (নামাজ কাযা কায়েম করার জন্য)। অন্যথায় যদি তুমি স্বাভাবিক জীবন যাপন কর তাহলে নামাজ কাযা করার প্রশ্নই থাকতে পারে না। তুমি কি কাযা নামাজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছ নাকি কসর নামাজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছ? কাযা মানে যখন নামাজ ছুটে যায় এবং নামাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় এটি বুঝাতে চেয়েছ? বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গালে আগুন লেগেছে। যদি এখন তুমি ওখানে কাউকে সাহায্য করছ অথবা কারো জিনিসপত্র বের করে দিচ্ছ এমন সময় যদি তোমার নামাজের সময় পার হয়ে যায় এবং তুমি নেকির কাজ করছিলে এমন সময় তোমার নামাজ ছুটে গেল। তখন তুমি যে নামাজগুলো ছুটে গেছে সেসব নামাজ একত্রে আদায় করতে পার। যদি তুমি কোন যুদ্ধের মধ্যে থাক, মহানবী (সা.)–এর একবার এমনটি হয়েছিল একদা শত্রুরা সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত আক্রমণ করছিল তখন তাঁদের নামাজ আদায় করার সুযোগ হয় নি। তারপর সন্ধ্যার সময় নবী (সা.) চার ওয়াক্তের নামাজ একত্রে আদায় করেন। তিনি (সা.) বর্ণনা করেন যে, "ধিক্কার ঐ সকল শত্রুদের যারা আমাদের নামাজ কাযা করে দিল এবং সব নামাজ এখন একত্রে আদায় করতে হবে"। সুতরাং এরকম পরিস্থিতিতে নামাজ কাযা আদায় করা যায়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নামাজ কাযা করার কোন বিধান নাই।

প্রশ্ন: আপনি কি কখনও চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন আর যদি হন, আপনি তা কীভাবে মোকাবিলা করেন?

উত্তর: আমি তখন আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি। এবং বলি যে, হে আল্লাহ্ তা'লা! আমাকে সাহায্য কর এবং আমার সকল দুশ্চিন্তা ও সমস্যার সমাধান করে দাও।

সভার শেষে, ওয়াকফে নও সদস্যদের জন্য দোয়া করার সময়ে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন এবং তিনি আপনাদের প্রত্যেককে ওয়াকফে নও এবং খিলাফতের সাথে বন্ধন দৃঢ় করতে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মঙ্গালের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে সক্ষমতা দান করুন।

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir